পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 206 Saturday, 27 June, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২০৬ সংখ্যা ✱ ১২ আষাঢ় ১৪৩৩, শনিবার, ২৭ জুন ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘কাউকে রেয়াত করা হবে না!’

তারাতলা বিপর্যয়ে ব্ল্যাকলিস্টেড নির্মাণ সংস্থা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুনঃ তারাতলার বিপর্যয়ের নেপথ্যে থাকা গাফিলতির জেরে নির্মাণকারী সংস্থা ‘আয়ন ট্রেডার্স’ এবং সংশ্লিষ্ট আর্কিটেক্ট তথা প্ল্যানারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হল। শুক্রবার ময়দানের পিডব্লুডি টেন্টে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলার পর আজ, শুক্রবারই তারাতলার দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজের শেষ হতে চলেছে। তারাতলা কাণ্ডে স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এ দিন জানিয়ে দেন, নিয়মের কোনও রকম লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না। গাফিলতির খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘গোডাউন নির্মাণের প্ল্যান পাশ করা ছিল। নিয়ম অনুযায়ী, পুরো কাজের ওপর সুনির্দিষ্ট নজরদারি চালানোর কথা ছিল নির্মাণকারী সংস্থার। কিন্তু তারা সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেনি। প্ল্যানার ও আর্কিটেক্টের ওপর যে নজরদারির দায়ভার ছিল, তা তারা অন্য কারও ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারাতলার ওই সাইটে কোনও নজরদারিই হয়নি। তবে নিশ্চিন্তে থাকুন, এই ঘটনার নেপথ্যে যাঁরা

রয়েছেন, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।’’ মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘এটা তো মাত্র শুরু। এইভাবে বেআইনি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে যাঁরা কাজ করছেন, পুরসভার তরফে সেই সব সংস্থাকেই আগামী দিনে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।’’ সেই সঙ্গেই কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবাসন কিংবা বহুতলের প্ল্যান নিয়ে কোনও নাগরিক প্রতারিত হয়ে থাকলে, তাঁদের অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পুলিশকে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ বা অ্যাকশন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিনের মঞ্চ থেকে পোস্তা এবং গার্ডেনরিচের পুরনো বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ টেনে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকেও তীব্র নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, তারাতলার ওই বিতর্কিত জমিটি বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ৩০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি লিজে নিয়েছিলেন শম্ভুনাথ বেহরা নামক এক ব্যক্তি। পরবর্তীতে সেখানে গোডাউন নির্মাণের জন্য ‘বেহরা ব্রাদার্স’ নামের একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর সেই বেহরা ব্রাদার্সই গোডাউনটি গড়ে তোলার জন্য বন্দর এলাকার স্থানীয় নির্মাণ সংস্থা ‘আয়ান ট্রেডার্স’-কে সাব-কন্ট্রাক্ট বা বরাত দিয়েছিল। নজরদারির এই হাতবদল ও চরম উদাসীনতাই শেষ পর্যন্ত ডেকে আনল এত বড় বিপর্যয়। মানুষের জীবনের মূল্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আগামী এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল কলকাতা ও শহরতলির সমস্ত ‘জি+৫’ (ছয় তলা বা তার বেশি) বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকাজ। নকশায় বড়সড় ত্রুটি বা অনিয়ম মিললে সংশ্লিষ্ট বহুতলের প্ল্যান চিরতরে বাতিল করা হতে পারে বলেও স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, গত বুধবার বেলা ঠিক ১২টা বেজে ৭ মিনিটে তারাতলার ওই নির্মীয়মাণ

● এরপর ৬ পাতায়...

কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটানো নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুনঃ রাজ্যে পালাবদলের পর কোথাও তোলাবাজির অভিযোগকে কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। কোথাও দুর্নীতির অভিযোগে কেউ গ্রেফতার হয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন ছবি সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, ধৃতকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। ফলতার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী ধৃত জাহাঙ্গির খানেরও এমন একটি ছবি সামনে এসেছে। জাহাঙ্গির খানের স্ত্রীর করা একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, ‘‘কোনও অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়।’’ সরকারি আইনজীবী তখন বলেন, ‘‘কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েও অনেক কিছু করা যায়। পুলিশের থেকে রিপোর্ট নিয়ে আমি আমি আমার বক্তব্য রাখব।’’ রাজ্যের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানান, জাহাঙ্গির খানের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন

মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বললেন, ‘‘কোনও অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়।’’ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যক্তির মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ফলতার তৃণমূল নেতা ‘পুষ্পা’ জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ফলতার পুনর্নির্বাচনের পর থেকে বেপাত্তা ছিলেন জাহাঙ্গির। পরে নেপাল সীমান্ত থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে কতগুটি মামলা রয়েছে, তা জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁর স্ত্রী রেজিনা বিবি। পাশাপাশি কোমরে দড়ি পরিয়ে প্যারেড করানোর অভিযোগ করা হয়। এদিন কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। ধৃতের কোমরে দড়ি পরানো নিয়ে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘আমরা তো বারবার বলছি, কেউ অপরাধ করে থাকলে, দেশের যে আইন রয়েছে, সেই আইনের অধীনে বিচার হবে। তার বদলে কারও অপরাধ কী জানা গেল না, কেউ কাউকে দাগিয়ে দিল, তারপর তাঁর উপর হামলা করা, নিগ্রহ করা, জামা-কাপড় খুলিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া। এটার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাহুবলী ক্ষমতার গ্যালারি শো রয়েছে। কিন্তু, তার সঙ্গে সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কী দোষ করেছিল, দোষী হলে দেশের আইনে তাঁর কী শাস্তি প্রাপ্য, তার সঙ্গে এগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই।’’

চিনের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংয়ে আছড়ে পড়ল বিমান

সংবাদ সংস্থা, বেজিং, ২৬ জুনঃ আমেরিকার ৯/১১ হামলার ভয়াবহ স্মৃতি উস্কে এবার চিনের রাজধানী বেজিংয়ে ঘটল এক চাঞ্চল্যকর বিমান দুর্ঘটনা। বেজিংয়ের সবচেয়ে উঁচু গগনচুম্বী বহুতল ‘সিটিক টাওয়ার’, যা ‘চায়না জুন’ নামেও পরিচিত, সেখানে সজোরে আছড়ে পড়ল চিনের দেশে তৈরি একটি ছোট বিমান। এই দুর্ঘটনার জেরে গোটা এলাকা জুড়ে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি চিনের অন্যতম সফল লাইট এভিয়েশন এয়ারক্র্যাফট ‘সানওয়ার্ড এসএ ৬০এল অরোরা’। জানা গিয়েছে, পাইলট একাই বিমানটি ওড়াচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার মাত্র আধঘণ্টা আগে শিফোসি বিমানবন্দর থেকে তিনি উড়ান শুরু করেন। বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ বিমানবন্দরে ফিরে অবতরণের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হঠাৎই বিমানটি তার নির্ধারিত পথ থেকে সরে যায়। ফ্লাইট ট্র্যাকিং থেকে জানা গিয়েছে, বেজিংয়ের ইস্ট ফিফথ রিং রোড এলাকায় পৌঁছনোর পরেই বিমানটির সিগন্যাল হারিয়ে যায় এবং যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ১,৭০০ ফুট উঁচু এই ১০৯ তলা বিল্ডিংয়ে ধাক্কা খাওয়ার পর বিমানটির টুকরো টুকরো অংশ আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো নিচে আছড়ে পড়ছে। বিমানের ধাক্কায় বহুতলটির অন্তত দুটি জানলার কাঁচ পুরোপুরি ভেঙে যায় এবং বিল্ডিংয়ের গায়ে একটি বড় গর্ত তৈরি হয়। বিল্ডিংয়ের নিচে বিমানের একটি ডানা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতেও দেখা যায়। দুর্ঘটনার পর পরই তড়িঘড়ি গোটা বিল্ডিং খালি করে দেওয়া হয়। তবে এই ঘটনায় ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে বা কতজন আহত হয়েছেন, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। চায়োং ডিস্ট্রিক্টের সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত এই ‘চায়না জুন’ বিল্ডিংটি সাংহাই টাওয়ার এবং পিং অ্যান ফিন্যান্স সেন্টারের পর চিনের তৃতীয় সর্বোচ্চ বহুতল। দুর্ঘটনার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং জরুরি উদ্ধারকারী দল। রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল দক্ষিণ ফিলিপিন্স!

সংবাদ সংস্থা, ম্যানিলা, ২৬ জুনঃ ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল দক্ষিণ ফিলিপিন্স। শুক্রবার ফিলিপিন্সের মিন্ডানাও দ্বীপ এবং সংলগ্ন এলাকায় তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৪। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস জানিয়েছে, শুক্রবারের এই জোরালো ভূমিকম্পটির উপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৯

কিলোমিটার গভীরে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, মিন্ডানাও দ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হলেও, বিভিন্ন জায়গায় এর তীব্রতা ছিল আলাদা। কম্পন টের পেতেই আতঙ্কে বহু মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। তবে এই জোরালো ভূমিকম্পের জেরে এখনও পর্যন্ত সেদেশে কোনও বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি, উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের জন্য স্বস্তির খবর, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আপাতত কোনও সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি। পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য আফটারশকের ওপর নজর রাখছে প্রশাসন।

বেআইনি বিল্ডিং প্ল্যান পাসের খলনায়ক কালীচরণ!

৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে প্রাক্তন মেয়রের ঘনিষ্ঠ ওএসডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুনঃ তারাতলায় গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনায় এবার আরও বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুরসভার ওএসডি তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠাল আদালত। লালবাজারের দাবি, পুরসভার অন্দরে বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পাইয়ে দিত এই কালীচরণ। তদন্তকারীরা আদালতে জানিয়েছেন, ধৃত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রভাবশালী। পুরসভার অন্দরে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারাতলার গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে টাকার বিনিময়ে বহু বিল্ডিং প্ল্যান অনায়াসে পাস করিয়ে দিত কালীচরণ। অভিযোগ, টিম ওয়ার্ক করে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পাইয়ে দিত কালীচরণ। অতীতে শুভেন্দু অধিকারী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তখনও তিনি পুরসভার এই ‘কালী সিন্ডিকেট’ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। তখন ফিরহাদ হাকিম বিধানসভায় কালীর ঢাল সেজে বলেছিলেন, ‘কালীকে নিয়ে এত অভিযোগ থাকলে শুভেন্দু সরাসরি তাঁকে বলতে পারতেন!’ কিন্তু ছাব্বিশের পালাবদলের পর তারাতলার এই বড়সড় বিপর্যয়ের পর সেই ওএসডি কালীর নামই আবার ফিরহাদ হাকিমকে এক চরম অস্বস্তির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারাতলার বিপর্যয় নিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এই ‘কালী’র কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ফাইল উঁচিয়ে দাবি করেন, কলকাতা পুরসভায় কালী না-বললে কোনও প্ল্যান (পাশ) হয় না। শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পুরো নাম খোলসা না করলেও

● এরপর ৬ পাতায়...

ইউসিসি আসলে বিজেপির মেরুকরণের হাতিয়ার!

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সরব কালীঘাট তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুনঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ‘ইউনিফর্ম সিভিল কোড’ চালুর তোড়জোড় নিয়ে এবার বিজেপিকে নিশানা করল কালীঘাট তৃণমূল। ইউসিসি নিয়ে গেরুয়া শিবিরের আসল উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের অভিযোগ, এই সংবেদনশীল বিষয়টিকে দেশের প্রকৃত কল্যাণে ব্যবহার না করে, আসলে রাজনৈতিক মেরুকরণের স্বার্থে একটি ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনায়, যেখানে সম অধিকারের পাশাপাশি পারস্পরিক ভিন্নতা ও সংস্কৃতির প্রতিও সমান শ্রদ্ধা জানানো হয়। কোনও সামাজিক সংস্কারই ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। যে কোনও বড় পরিবর্তন আনতে গেলে আলাপ-আলোচনা, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধকে পাথেয় করেই এগোতে হয়। দলটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের মতো সাংবিধানিক আদর্শের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কোনও ব্যক্তিগত আইন যাতে কোনওভাবেই বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে না পারে, তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু মূল প্রশ্নটি উঠছে বিজেপির আন্তরিকতা ও রাজনীতি নিয়ে। বিজেপি কি সত্যিই এই আদর্শগুলি বাস্তবায়িত করতে আন্তরিক, নাকি অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে স্রেফ একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সমাজে বিভাজন আরও গভীর করতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেরুকরণ ঘটাতে চাইছে? তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক লাভের জন্য এমন সংবেদনশীল ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করার এক চেনা ইতিহাস রয়েছে বিজেপির। এখনও পর্যন্ত এই বিলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের মানুষের কাছে কোনও স্পষ্ট ও সদর্থক

● এরপর ৬ পাতায়...

‘অপারেশন সিঁদুর’-এ শহিদ ৬ ভারতীয় জওয়ানের নাম প্রথমবার প্রকাশ করল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুনঃ ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ শহিদ ভারতীয় ছয় সেনাকর্তা ও জওয়ানের নাম প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। দিন কয়েক আগেই ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর বর্ষপূর্তি হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত শহিদ সেনাকর্মীর নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এবার নামের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত তথ্যও প্রকাশ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে ওই শহিদদের নাম খোদাই করা হয়েছে। মরণোত্তর সম্মানও দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারত যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল, তারই নাম অপারেশন সিঁদুর। সেই অভিযানে শহিদ সেনাদের পরিচয় এতদিন সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এবার ৬ সেনার নাম ও পরিচয় ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল ওয়েবসাইটে ‘রোল অব অনার’-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে, নয়া দিল্লির ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের ওয়াল ৩ডি-তে শহিদ সেনাদের তালিকায় ছয় জনের নাম খোদাই করা হয়েছে। শহিদ ৬ সেনাকর্মী হলেন- সুবেদার মেজর পবন কুমার, রাইফেলম্যান সুনীল কুমার, বীর চক্র ল্যান্স নায়েক দীনেশ কুমার, অগ্নিবীর

মুড মুরালি নায়েক, হাবিলদার সুনীল কুমার সিং, সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার। ছয়জনের মধ্যে রাইফেলম্যান সুনীল কুমারকে মরণোত্তর বীর চক্র দেওয়া হচ্ছে। আবার সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমারকে মরণোত্তর বায়ুসেনা পদক প্রদান করা হবে। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রাণ গিয়েছিল ২৬ জনের। হামলার প্রত্যাঘাতে ৭ মে ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু হয়। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, ১০০ জনের বেশি জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে এই বিশেষ অভিযানে। চারদিনের সংঘাতের পর ১০ মে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হয়।

তারাতলার বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর গঠিত হাইপাওয়ার কমিটির প্রথম বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুনঃ তারাতলার বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর গঠিত হাই পাওয়ার কমিটির প্রথম বৈঠক হল কলকাতা পুরসভায়। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করা হচ্ছে এসওপি। সেই এসওপি অনুযায়ী আগামী সপ্তাহ থেকে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের বাণিজ্যিক এবং ব্যক্তিগত বা বড় বড় আবাসন যেগুলি মূলত নির্মীয়মান, সেখানে অডিটের জন্য অভিযান চালানো হবে। শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় এই বৈঠকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা, কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডে, কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি রাজেশ পান্ডে সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সূত্রে খবর, জোন ধরে ধরে টিম তৈরি করা হবে। একদিনে যতটা বেশি সম্ভব নির্মীয়মান বহুতল পরিদর্শন করাই হবে টিমের মূল দায়িত্ব। রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ত্রুটি মুক্ত। রাজনৈতিক কোনও প্রভাব কোনওভাবেই থাকবে না। পরিদর্শনের সময় নির্মীয়মান বহুতল গুলির একাধিক বিষয় নজর রাখতে হবে বলেও বৈঠকে ঠিক হয়েছে। বিশেষ করে, নকশা অনুমোদন এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়গুলোকে নজর রাখতে হবে। এছাড়াও একাধিক বিষয়কে প্রাথমিকভাবে এসওপিতে রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে তারাতলা বিপর্যয়ে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬। হাসপাতালেও ভর্তি অনেকে। এখনও চলছে উদ্ধার কাজ। এনডিআরএফ-এর পক্ষ থেকে পুরো এলাকাকে ছ’টি ভাগে ভাগ করে স্ক্যান করে চালানো হচ্ছে উদ্ধারকাজ। পাশাপাশি সেনার তরফ থেকে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী আইসিইউ রুম। উদ্ধার করতে গিয়ে কেউ যদি আহত হয় তাহলে ওই জায়গাতেই থাকছে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা। রয়েছে ডাক্তার, রয়েছে লাইফ সাপোর্ট মেশিন, প্রচুর পরিমাণে ওষুধ, স্যালাইনের বোতল।

ফুলেফেঁপে উঠবে নদী, হড়পা বানে ভেসে যেতে পারে সব, পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুনঃ বৃহস্পতিবার দিনভর প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। দুপুর ১২ টা থেকে একনাগাড়ে প্রায় রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে বজ্রপাত। জায়গায় জায়গায় জল জমে বাড়ে বিপত্তি। সেই বৃষ্টি থেকে আপাতত রেহাই নেই। তবে উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে পারে। জারি হল সতর্কবার্তা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত মেঘলা আকাশ। শুক্রবারও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি ছিল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। বাকি জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে বৃষ্টি হবে না, সেখানে বাড়বে ভ্যাপসা গরম। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকছে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে কমলা সতর্কতা জারি হবে। সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে, বাড়বে নদীর জল স্তর। নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার, উপরের দিকের পাঁচ জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি। উইকেন্ডে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। তিনদিন লাল সতর্কতা জারি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। এছাড়া, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা থাকছে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তর দিনাজপুর জেলায়ও।

‘দ্বিতীয় বার যেন আসতে না হয়, আসলে আপনাদের জন্য ভাল হবে না’, ফাঁড়িতে গিয়ে হুঁশিয়ারি শঙ্করের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুনঃ পূর্বতন তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ও ভূমিকার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বাদানুবাদে জড়াতে দেখেছে উত্তরবঙ্গ। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন তিনি। এবার আর বিরোধী বিধায়ক হিসেবে প্রতিবাদ নয়, রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী হিসেবে সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে ‘মাফিয়ারাজ’ খতমের দাবিতে পুলিশকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন শঙ্কর ঘোষ। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে আচমকা ঢুকে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নিন। আমাকে যেন দ্বিতীয় বার এখানে আসতে না-হয়। আসতে হলে কী হবে, তা আমিও জানি না। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন সাঙ্গ করে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে ফিরেছেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। শুক্রবার বর্ষার মরশুমে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে বের হন তিনি। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আশিঘর এলাকার জমা জল এবং জলযন্ত্রণা নিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন

মন্ত্রী। কিন্তু এই পরিদর্শন চলাকালীনই স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ পৌঁছোয় মন্ত্রীর কানে। বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, এলাকায় চরম তোলাবাজি ও গুন্ডামির রাজত্ব চলছে। জমি মাফিয়া থেকে শুরু করে বালি মাফিয়াদের দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। এমনকি ভরদুপুরে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে নানা অসামাজিক কাজকর্ম চললেও, আশিঘর ফাঁড়িতে বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি বলে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার তোপ দাগেন স্থানীয়রা। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পরেও এলাকার চেনা ছবির কোনও পরিবর্তন হয়নি শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মন্ত্রী। এর পরেই তিনি সটান হাজির হন স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে। আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িটি মূলত ভক্তিনগর থানার অধীনস্থ। ফাঁড়িতে পৌঁছেই ভক্তিনগর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে ডেকে পাঠান পর্যটন মন্ত্রী। পুলিশের ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে শঙ্কর ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘এলাকার সাধারণ মানুষের যত নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে, তার দ

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৬জুনঃ সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ও জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরম এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্তরে একটি আধুনিক মানের মিউজিয়াম গড়ে তুলবে। সাহিত্যিকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার মধ্য কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে তার বাসভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন থেকে সাহিত্যিককে সরকারি মর্যাদায় সম্মান জানানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এর আগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।এইদিকে সাহিত্যিকের জন্মবার্ষিকীতে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী কলকাতার বাবুঘাটে তার আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

মহরম উপলক্ষে আরামবাগ সুসজ্জিত তাজিয়া মিছিল

হুগলি, ২৬ জুন ঃ পবিত্র মহরম উপলক্ষে শুক্রবার আরামবাগ শহরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল সুসজ্জিত তাজিয়া মিছিল। আরামবাগের সালামি বাদশা মসজিদ থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল লিঙ্ক রোড-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে।মিছিলে সুসজ্জিত তাজিয়ার পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ধর্মীয় রীতি মেনে শোক ও আত্মত্যাগের বার্তা তুলে ধরে মহরম পালন করা হয়। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই মিছিল প্রত্যক্ষ করতে ভিড় জমান।মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছিল ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সংবেদনশীল এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। গোটা মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল আরামবাগ শহর।প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা এবং সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মহরমের এই শোভাযাত্রা সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন উপস্থিত মানুষজন। সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বার্তা দিয়েই এদিনের মহরমের মিছিল শেষ হয়।

ওটিটি-তে মুক্তি পেল রাজা শিবাজী

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৬ জুন ঃ অবশেষে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেল অভিনেতা ও পরিচালক রিতেশ দেশমুখের ছবি রাজা শিবাজী। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ১ মে। বক্স অফিসে সাফল্যলাভের পর অবশেষে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেল এই ছবি । ছবিটি দেখা যাবে হিন্দি এবং মারাঠি উভয় ভাষাতেই ।ছবিতে শিবাজীর ভূমিকায় রয়েছেন রিতেশ দেশমুখ স্বয়ং। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জেনেলিয়া ডি'সুজা, অভিষেক বচ্চন, সঞ্জয় দত্ত প্রমুখ কলা কুশলীরা । ছবিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছে অভিনেতা সলমন খান। দেশীয় বক্স অফিস থেকে ছবির মোট সংগ্রহ ১০০ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া ছবিটির মোট আন্তর্জাতিক বক্স অফিস সংগ্রহ ১৩০ কোটি টাকারও বেশি হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কলকাতায় অ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সামিট ২০২৬

কলকাতা(পিআইবি),২৬জুনঃ কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী অ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সামিট ২০২৬-এর উদ্বোধন করবেন। জেডএসআই (ZSI) ভারতের প্রাণীজগতের হালনাগাদকৃত বা আপডেটেড তালিকা প্রকাশ করবে, প্যালিওইন্ডিয়া পোর্টাল চালু করবে এবং নতুন জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আবিষ্কারগুলি প্রদর্শন করবে। কলকাতা, ২৪ জুন, ২০২জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ZSI) গত বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সংস্থার ১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এবং ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা অ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সামিট (ATS) ২০২৬-এর আগে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল।সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় জেডএসআই-এর অধিকর্তা ড. ধৃতি ব্যানার্জি বলেন যে, জেডএসআই-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য, দেশের প্রাণী বৈচিত্র্যের নথিবদ্ধকরণ এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাণী বৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক নথিবদ্ধকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সংস্থার ১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণীয় করে রাখতে জেডএসআই তার ১৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র জুড়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ওপর একটি অনন্য ১১১ ঘণ্টার হ্যাকাথনের আয়োজন করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩৬০টি দল নিবন্ধিত হয়েছিল, যার মধ্যে ১৯২টি দলকে আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য তালিকাভুক্ত বা শর্টলিস্ট করা হয়েছিল। মোট ১৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিটির বিজয়ী দলগুলি দেরাদুনে জেডএসআই-এর উত্তর আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। শীর্ষ পাঁচটি দল গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে, যা ২৯ জুন, ২০২৬ তারিখে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে, জেডএসআই ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে অ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সামিট ২০২৬-এর আয়োজন করবে। সামিট বা শিখর সম্মেলনটি যৌথভাবে উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদব।৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে জেডএসআই দিবস উদযাপন চলাকালীন, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যৌথভাবে ফ্ল্যাগশিপ প্রকাশনাগুলি প্রকাশ করবেনঃঅ্যানিমাল ডিসকভারিজ ২০২৫ (Animal Discoveries ২০২৫) প্ল্যান্ট ডিসকভারিজ ২০২৫ (Plant Discoveries ২০২৫)এই প্রকাশনাগুলিতে নতুন আবিষ্কৃত প্রজাতি এবং ভারতের জীববৈচিত্র্য ডেটাবেস বা প্রামান্য নথিভিত্তি ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যুক্ত হওয়া নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদের রেকর্ড নথিবদ্ধ করা হয়েছে।আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাও প্রকাশ করা হবে, যার মধ্যে রয়েছেঃ অ্যাবস্ট্রাক্ট বুকঃঅ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সামিট ২০২৬ (ইংরেজি এবং হিন্দি) রেকর্ডস অফ দ্য জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ATS ২০২৬-এর ওপর বিশেষ সংখ্যা)ন্ড ফনা অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (Fauna of West Bengal) জীব দর্পণন্ড। ফনাল ডাইভারসিটি অফ ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলন্ড বেথুয়াডহরি, বিভূতিভূষণ, রামনাবাগান, বল্লভপুর এবং রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-সহ পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির প্রাণী বৈচিত্র্য ।এই উদযাপনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হবে 'ফনা অফ ইন্ডিয়া চেকলিস্ট'-এর সংস্করণ ৩.০ (Version ৩.০)-এর উন্মোচন। হালনাগাদকৃত এই চেকলিস্টে ১০৫,৯৫৩টি প্রজাতি এবং উপপ্রজাতি নথিবদ্ধ করা হয়েছে, যা এটিকে ভারতের প্রাণী সম্পদের অন্যতম বিস্তৃত তালিকায় পরিণত করেছে। ড. ধৃতি ব্যানার্জির নেতৃত্বে ১৮৫ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা এই চেকলিস্টটিতে প্রোটিস্ট থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত ১২১টি ট্যাক্সন-নির্দিষ্ট তালিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।উদযাপনের সময় চালু হতে চলা আরেকটি প্রধান উদ্যোগ প্যালিওইন্ডিয়া পোর্টাল (PaleoIndia Portal), যেটি জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং চেন্নাইয়ের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাসটেইনেবল কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট বা উপকূল কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা(NCSCM) যৌথভাবে তৈরি করেছে। পোর্টালটি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (GSI) দ্বারা প্রদত্ত ভূতাত্ত্বিক তথ্যকে সংহত করে এবং সমস্ত ২৮টি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে জীবাশ্ম প্রাণীর বিস্তৃতি নথিবদ্ধ করে। এই ডিজিটাল ভাণ্ডারে ম্যামালিয়া, রেপটিলিয়া, অ্যাভিস, পিসেস, অ্যামফিবিয়া, মোলাস্কা, আর্থ্রোপোডা, ফোরামিনিফেরা, একাই নোডার্মাটা এবং ইকন ফোসিল-সহ ৫,০০০-এরও বেশি জীবাশ্মের নমুনার তথ্য রয়েছে।জেডএসআই দিবস উপলক্ষে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থাটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (MoUs) স্বাক্ষর করবেন্ড সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য গবেষণা এবং অনুসন্ধানের জন্য সেন্টার ফর মেরিন লিভিং রিসোর্সেস অ্যান্ড ইকোলজি (CMLRE) সামুদ্র কেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণের বিষয়ক পঠনপাঠনের জন্য সত্যভামা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চেন্নাই এবংন্ড আন্তঃ বিষয়ক গবেষণা, পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ। ড. ধৃতি ব্যানার্জি এও বলেন, এই যৌথ সহযোগিতাগুলি ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং গবেষণা-ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে উন্নীত করবে।১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এবং অ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সামিট ট্যাক্সোনমিক বা শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, ভারতের সমৃদ্ধ প্রাণী ঐতিহ্যকে নথিবদ্ধ করার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানী, প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি ব। মঞ্চ হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তারাতলা দুর্ঘটনাঃপ্ল্যান ও নজরদারিতে গাফিলতি থাকলে রেহাই নয়, কড়া বার্তা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৬ জুন ঃ কলকাতার তারাতলা ট্রান্সপোর্ট এলাকার কাছে ঘটে যাওয়া গুদাম দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি সাফ জানিয়েছেন, যদি নির্মাণ কাজ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী না হয়ে থাকে এবং নজরদারির ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি করা হয়, তবে দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এই ঘটনায় কলকাতা পুরনিগমের (কেএমসি) কোনও স্তরে কোনও ভূমিকা বা গাফিলতি ছিল কি না, তা সম্পূর্ণ তদন্তের বিষয়।তিনি বলেন, যদি কোনও নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তার নিয়মিত তদারকি করাও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির দায়িত্ব ছিল। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক মাসের জন্য সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, এই নির্দেশ সকলকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং নির্মাণ সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের সচেতন করা হবে।অগ্নিমিত্রা পাল উল্লেখ করেন যে, নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকার কারণে শ্রমিকরা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থার সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। নির্মাণ কাজগুলিতে স্যাংশন প্ল্যানের সঠিক রূপায়ণ এবং নজরদারির বিষয়টিকে নিয়ে একটি ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।দুর্ঘটনার কারিগরি বা প্রযুক্তিগত দিকটি উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, লোহার পিলারগুলিকে পর্যাপ্ত ওয়েল্ডিং না করে কেবল নাট-বল্টু দিয়ে জোড়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সিমেন্টের কাঠামোর ভার বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরো পরিকাঠামোটি ভেঙে পড়ে। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত ও চূড়ান্ত কারণ তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।তিনি জানান, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ঠিক কতজন উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে বিভিন্ন রকম দাবি সামনে আসছে।মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকার আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত নতুন নির্মাণ কাজের অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করা হবে এবং বিশেষ তদন্ত অভিযান চালানো হবে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তদন্তে ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিক বা অন্য যে কোনও পক্ষই দোষী সাব্যস্ত হোক না কেন - তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ জুন ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই নীতির লক্ষ্য হলো ভারতকে জ্ঞান, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত করা। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে শুক্রবার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও। তিনি এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি এমন একজন নেতা, যিনি দল ও দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

রাজৌরিতে ' অপারেশন শেরুওয়ালি'-র ৩৫তম দিন, তল্লাশি অভিযান অব্যাহত

রাজৌরি, ২৬ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার গম্ভীর মুঘলান এলাকার দোরিমালের ঘন জঙ্গলে ' অপারেশন শেরুওয়ালি'-র ৩৫তম দিনেও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ-সহ অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা যৌথভাবে এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। মে মাসের শেষদিকে শুরু হওয়া এই বৃহৎ সন্ত্রাসবিরোধী তল্লাশি অভিযানে একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে। অভিযানের মূল লক্ষ্য, দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করে থাকা সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে তাদের নিষ্ক্রিয় করা। বর্তমানে গোটা এলাকাজুড়ে জোরদার তল্লাশি ও নজরদারি চলছে। নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে অভিযান পরিচালনা করছে এবং অভিযানের লক্ষ্য পূরণে সব সংস্থা পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে।শুক্রবার নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি ও নজরদারির মাধ্যমে এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এলাকাটি সম্পূর্ণ নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত এবং অভিযানের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত ' অপারেশন শেরুওয়ালি' চলবে।

কৃষিক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি ছাড়া অসমের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নয় ঃমন্ত্রী পীযূষ

গুয়াহাটি, ২৬ জুন ঃ কৃষিক্ষেত্রের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না হলে অসমের দ্রুত অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়, বলেছেন অসমের কৃষিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। মন্ত্রী মনে করেন, কৃষিক্ষেত্রে আরও গবেষণা, সম্প্রসারণমূলক পরিষেবা এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির প্রয়োজন। গত বৃহস্পতিবার খানাপাড়ায় অবস্থিত অসম প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ-এ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কৃষি ক্ষেত্র বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য পেশ করছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। মন্ত্রীসম বলেন, রাজ্যের ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অসম এখনও খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যের জন্য ব্যাপকভাবে আমদানির ওপর নির্ভরশীল।উন্নত কৃষি পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন বিভাগের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা করার আহ্বান জানান মন্ত্রী হাজরিকা। তিনি বলেন, উপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের জন্য অধিক লাভজনক আয় নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বিভাগ সহ সকল অংশীদারদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরে পীযূষ হাজরিকা নতুন প্রযুক্তি, নতুন পণ্য এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শক্তিশালী গবেষণা সহায়তা ছাড়া টেকসই কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়।সেচ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে অসমের মাত্র ২৪ শতাংশ কৃষিজমি সেচ সুবিধার আওতায় রয়েছে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশে এই হার ৭৫ শতাংশ এবং পঞ্জাবে প্রায় ১০০ শতাংশ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৃহত্তর অংশগ্রহণ, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের প্রয়োজন বলে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপজ্যোতি রাজখোয়া বলেন, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক কৃষি কৌশলকে উসাহিত করার পাশাপাশি অসমের কৃষি ক্ষেত্রকে জাতীয় অগ্রাধিকার ও বৈশ্বিক কৃষি প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে।সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত অ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশন কমিশনার অরুণা রাজোরিয়া কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং একটি সুদৃঢ় কৃষি পরিবেশ গড়ে তুলে কৃষকদের ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।সভায় অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নাবার্ড-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার জি রমেশ কুমার, অসম পশুচিকিৎসা ও মস্য বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য ড. নিরঞ্জন কলিতা, জ্যেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক, সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা।সভায় গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা, কৃষকদের সমস্যাগুলির সমাধান এবং কৃষি খাতের উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পের জেরে প্রাণহানি, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ জুন ঃভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পের জেরে প্রাণহানিতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতবাসীর তরফে শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং এই দুঃখজনক ঘটনায় পীড়িতদের সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে গত বৃহস্পতিবার একটি পোস্ট করে বলেছেন, ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আমি ভেনেজুয়েলার সরকার ও জনগণের প্রতি, বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন সেই পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের পাশে দাঁড়াচ্ছি। ভারত সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে।

২০২৯ নির্বাচনে বিজেডির নেতৃত্ব দেবেন নবীন পট্টনায়েক

ভুবনেশ্বর, ২৬ জুন ঃ বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর সভাপতি ও ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনিই দলের নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রাক্তন আইএএস কর্মকর্তা সুজাতা কার্তিকেয়নকে দলের ভবিষ্যৎ মুখ হিসেবে তুলে ধরার জল্পনার অবসান ঘটেছে। বিজেডি সদর দফতর শঙ্খ ভবনে সুজাতা কার্তিকেয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে অন্তর্ভুক্ত করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নবীন পট্টনায়েক নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনার অবসান হয়।সুজাতা কার্তিকেয়নের দলে যোগ দেওয়ার পর আলোচনা শুরু হয়েছিল যে, ২০২৯ সালের নির্বাচনের সম্ভাব্য মুখ হিসেবে তুলে আনা হতে পারে। তবে নবীন পট্টনায়েকের সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেই সমস্ত জল্পনা খারিজ হয়ে যায়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি আবারও স্পষ্ট করে জানাচ্ছি, আগামী নির্বাচনে বিজু জনতা দলের নেতৃত্ব আমিই দেব।এর আগে এদিন শঙ্খ ভবনে দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে তিনি সুজাতা কার্তিকেয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। বৈঠকে দলের একাধিক শীর্ষ নেতা ও পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

নৈহাটিতে প্রবুদ্ধ সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ সহ চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি,নৈহাটিঃ প্রায় হাজার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে নৈহাটিতে বিজেপি পরিচালিত প্রবুদ্ধ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষিমন্ত্রী মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-(তিনটি মন্ত্রীর দায়িত্বে),এছাড়াও সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তব বাগচী,নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়-(ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী), এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি তাপস ঘোষ, জেলার ডাকসাইটে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলা বিজেপির সম্পাদিকা তথা নেত্রী শর্মিষ্ঠা দে সহ বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক নেত

পরিকল্পনা করে ধীরে ধীরে কাজ করবে সরকার বললেন রুদ্রনীল

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৬ জুন ঃ সদ্য ক্ষমতায় এসেছে আমাদের সরকার। ম্যাজিকের মতো প্রত্যাশা মিটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। পাহাড় প্রমাণ কাজ। পরিকল্পনা করে ধীরে ধীরে সেই কাজ আমাদের সরকার করবে। বললেন রুদ্রনীল ঘোষ। শুক্রবার সকাল থেকে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার ৪৭, ৪৯, ৮ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে জমা জল পরিস্থিতি দেখতে এসে একথা বলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। প্রায় হাঁটুজল মাড়িয়েই তিনি এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যা চাক্ষুষ করেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, নিকাশি ব্যবস্থার কাজে ইতিমধ্যেই ৪,৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। আগামী দিন মানুষ যাতে জমা জল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পান তার কাজ হবে। এদিন পুরসভার কমিশনার সহ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা এখানে এসেছিলেন। পরিস্থিতি সরোজমিন করেছেন তাঁরাও। জমা জল বের করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির জন্য বাম এবং তৃণমূল বিগত দুই সরকারের দিকেই এদিন অভিযোগের আঙুল তোলেন বিধায়ক। তিনি আরও বলেন, বিগত বাম এবং তৃণমূল সরকারের দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত পুর বন্দোবস্তের কারণে আজকে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষকে এই জমা জলের যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এখানকার মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। বৃষ্টি হলে জল হাঁটুর ওপরে থাকে। বৃষ্টি না হলে গোড়ালি পর্যন্ত জল থাকে। বিষাক্ত ও দূষিত জল মাড়িয়েই মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। আমাদের সরকার সদ্য ক্ষমতায় এসেছে। তার মধ্যেই আমাদের সরকার হাওড়ার উন্নয়নে নজর দিয়েছে। বলা হয়েছে ৫০০ বছরেরও প্রাচীন শহর হাওড়ায় আর দূষিত জল, জমা জল, জঞ্জাল থাকবে না। যাতে মানুষকে দ্রুত সুরাহা দেওয়া যায় সেই কারণে পুরসভা থেকে মাননীয়া কমিশনার সহ ইঞ্জিনিয়ারদের টিম আজকে এখানে ঘুরে দেখে গেলেন। কিভাবে জমা জল পাকাপাকিভাবে বের করে দেওয়া যায় তা নিরীক্ষণ করা হলো। পুরসভার পাম্প চলছে। অধিকাংশ জায়গার জল নেমে গিয়েছে।

তারাতলায় রাতে ফ্ল্যাট লাইটে সেনাবাহিনীর উদ্ধার কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ জুন ঃতারাতলায় রাতে ফ্ল্যাট লাইটে সেনাবাহিনীর উদ্ধার কাজ বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রবল ঝড়জলে তারাতলার উদ্ধার কাজ কিছুটা থমকে যায়। কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হলেই আবার পূর্ণ উদ্যোমে শুরু হয় কাজ। এনডিআরএফের সূত্র জানিয়েছে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে গর্তগুলির ভিতর দিয়ে উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপে প্রবেশ করে প্রাণের সন্ধান চালাচ্ছেন, সেই গর্তগুলি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবুও ধ্বংসস্তূপের ভিতরে যে জল প্রবেশ করেনি, এমন নয়। বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে থাকে জল। তবে উদ্ধারকারীদের দাবি, ভিতরে কিছুটা জল ঢুকলেও ভেসে যায়নি। যদিও জলের কারণে ভিতরে জীবন্ত মানুষ থেকে থাকলেও সেই ব্যক্তিটি সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই অল্প বৃষ্টি মাথায় নিয়েই উদ্ধারকাজ শুরু করেন উদ্ধারকারীরা। সূত্রের খবর, অ্যাঙ্কেল কাটার, ড্রিলিং যন্ত্র-সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। তাই বৃষ্টিতে সেগুলি ব্যবহার করা যায়নি। কিন্তু যে যন্ত্রগুলি ব্যাটারিচালিত, সেগুলি ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলিতেও শহরের আবহাওয়ার উপর রয়েছে সেনা-এনডিআরএফের নজর। উদ্ধাররের জন্য নাইট ভিশন ক্যামেরা-সহ বিভিন্ন ধরনের থ্রিডি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। যে গর্তগুলি তৈরি করা হয়েছে, সেগুলি দিয়ে ক্যামেরাগুলি ধ্বংসস্তূপের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। ছবি ও ভিডিও তুলে প্রাণের সন্ধান চলছে। তবে এনডিআরএফের ‘ ডিটেক্টর’ যন্ত্রটি এখন আর প্রাণের সন্ধান পাচ্ছে না। পুলিশের সন্দেহ, এখনও অন্তত তিনটি দেহ ভিতরে আটকে রয়েছে।

অস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেফতার এক তৃনমূল সদস্য ও তার ঘনিষ্ঠ ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৬ জুন ঃ বিধানসভার নির্বাচনে পালা বদলের পরে একের পর এক ধারাবাহিক সাফল্য উঠে আসছে পুলিশের।আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। অস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার এবার তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি জয়নগরে। জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে এস আই শান্তনু ব্যাজ ও পি এস আই সত্যজিৎ সাহা সহ পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার অন্তর্গত বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার খাকুরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সৈয়দ আহমেদ বৈদ্য (৪২) অরফে বড়ি ও সদস্যের ঘনিষ্ঠ মিরাজ খান(২৫)কে জয়নগর থানার গোঁ।রে হাট এলাকা থেকে অস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার রাতে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ৭ এম এম পিস্তল, ১০ রাউন্ড কার্তুজ ও ২ টো লোডেড ম্যাগাজিন।একাধিক খুনের মামলায় অভিযুক্ত আছে সৈয়দ আহমেদ বৈদ্য। শুক্রবার ধৃতদের জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করে জয়নগর থানার পুলিশ। এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি,খুন সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ধৃতরা। তাই ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তদন্ত কারি পুলিশ আধিকারিক ।

ছুটির দিনেও অফিসে হাজিরা!

উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সহায়তায় নতুন নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ জুন ঃ রাজ্যের সরকারি দপ্তরগুলিতে প্রশাসনিক কাজ আরও নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল

রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে শুধু কর্মদিবস নয়, শনিবার, রবিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি কর্মীদের অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের তরফে জারি করা এক নতুন নির্দেশিকায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন শাখার কর্মীদের পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে ছুটির দিনেও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করা যায়। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সপ্তাহান্ত কিংবা সরকারি ছুটির দিনেও নিয়মিত কাজ করে থাকেন। জরুরি নথিপত্র, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সরকারি ফাইলের নিষ্পত্তি কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মীদের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। সেই বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই নতুন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি দপ্তরকে এমনভাবে কর্মী মোতায়েন করতে হবে যাতে ছুটির দিনেও ন্যূনতম সংখ্যক কর্মী অফিসে উপস্থিত থাকেন। তবে সব কর্মীকে একসঙ্গে অফিসে আসতে হবে না। পালাক্রমে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে, যাতে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত না হয় এবং একই সঙ্গে কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপও না পড়ে। নবান্ন সূত্রে খবর, এই নির্দেশিকার প্রভাব শুধু রাজ্য সচিবালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অধীনস্থ বিভিন্ন জেলাশাসকের দপ্তর, মহকুমাশাসকের কার্যালয় এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও অফিসগুলিতেও একই ধরনের ব্যবস্থা চালু হতে পারে। ফলে জেলা ও ব্লক স্তরের প্রশাসনিক কর্মীদেরও ভবিষ্যতে ছুটির দিনগুলিতে রোস্টার অনুযায়ী অফিসে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের অনুমোদনের ভিত্তিতেই বিশেষ সচিব এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। প্রশাসনের দাবি, সরকারি পরিষেবা যাতে কোনও পরিস্থিতিতেই থমকে না যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও বিলম্ব না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, এই নির্দেশিকা প্রকাশের মধ্যেই সম্প্রতি অর্থ দপ্তরের তরফে সরকারি ছুটি সংক্রান্ত একটি পৃথক বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ণ দিবস সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১ জুলাই চিকিসক ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে অর্ধদিবস সরকারি ছুটির সিদ্ধান্তও জানানো হয়েছে। একদিকে সরকারি ছুটির তালিকায় নতুন সংযোজন, অন্যদিকে সেই ছুটির দিনেই প্রশাসনিক কাজ সচল রাখতে পালাক্রমে কর্মীদের উপস্থিতির নির্দেশ-এই দুই সিদ্ধান্তকে ঘিরে সরকারি কর্মীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে প্রশাসনের বক্তব্য, জনস্বার্থে সরকারি পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতেই এই নতুন কর্মপদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।

আসল তৃণমূল কারা? প্রতীক ও সাংসদদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে স্পিকারের রায় ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ জুন ঃ লোকসভার আসন্ন বাদল অধিবেশনকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তার অন্যতম কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙনকে কেঃন্দ্র করে দুই শিবিরের সাংসদদের সাংবিধানিক অবস্থান এবং দলের প্রতীক, স্বীকৃতি ও সাংসদদের বৈধতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হতে পারে। শুধু তৃণমূলই নয়, একই সঙ্গে শিব সেনার দুই গোষ্ঠীর সাংসদদের নিয়েও স্পিকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সংসদের নতুন অধিবেশন শুরুর আগেই দেশের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। স্পিকারের সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের প্রতিনিধিদের বক্তব্য ইতিমধ্যেই শুনে ফেলেছেন লোকসভার স্পিকার। একদিকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন শিবির নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীও তাদের দাবি এবং যুক্তি স্পিকারের সামনে তুলে ধরেছে। উভয় পক্ষই নিজেদের সাংবিধানিক বৈধতা এবং সংসদীয় পরিচয় বজায় রাখার পক্ষে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তৃণমূল নয়, শিব সেনার ভাঙন নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে চলা বিতর্কের শুনানিও শেষ হয়েছে। বিদ্রোহী সাংসদদের বক্তব্য যেমন শোনা হয়েছে, তেমনই উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবিরও তাদের দাবি তুলে ধরেছে। দুই ক্ষেত্রেই শুনানি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ায় এখন স্পিকারের রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে রাজনৈতিক মহল। সূত্রের খবর, ২০ জুলাই শুরু হতে চলা সংসদের বাদল অধিবেশনের আগেই সমস্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে। পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুযায়ী লোকসভার আসন বিন্যাসও প্রথম দিন থেকেই কার্যকর হতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ভাঙনের পর বিদ্রোহী ২০ জন সাংসদ নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার পর থেকেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাঁরা হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক এবং সাংগঠনিক সম্পদের দাবি থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেই ধারণায় জল ঢেলে বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন যে, দলের প্রতীক, সম্পদ এবং সাংগঠনিক অধিকার নিয়ে এখনও আইনি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভবিষ্যতে এই সমস্ত বিষয় আদালতের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই বিদ্রোহী শিবির স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা শুধু নতুন রাজনৈতিক দল গঠনেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না, বরং তৃণমূল কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও সাংগঠনিক অধিকার নিয়েও নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই ২০ জন সাংসদের সাংসদ পদে থাকার নৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই দলত্যাগের পর তাঁদের সদস্যপদ বহাল রাখা উচিত নয় বলেই দাবি করেছে এই শিবির। এই যুক্তিকে কেন্দ্র করেই স্পিকারের সামনে বিস্তারিত আইনি ও সাংবিধানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, স্পিকারের এই সিদ্ধান্ত শুধু লোকসভার সাংসদদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না, বরং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিচয়, সংগঠনের ভবিষ্যৎ এবং প্রতীক ব্যবহারের অধিকার নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখাবে। সংসদীয় রাজনীতিতে এই রায়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে ঐতিহাসিক ও আবেগঘন একটি দিন। দীর্ঘদিন ধরে এই দিনটিকে দল নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের অন্যতম প্রধান মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের ভাঙন, নেতৃত্বের বিভাজন এবং সাংগঠনিক অনিশ্চয়তার কারণে এবারের কর্মসূচিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। কে আসল তৃণমূল, কোন শিবির দলের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করবে, কারা এখনও পুরনো নেতৃত্বের সঙ্গে রয়েছেন।

ভারতে বছরে ১.৮ লক্ষ প্রাণহানি! পথ নিরাপত্তায় ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তৎপর আইআইটি খড়গপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৬ জুন ঃ দেশজুড়ে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বছরভর নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। তবুও সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং তাতে প্রাণহানির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে কমছে না। বরং সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের নতুন করে উদ্বেগের মুখে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের পথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তুলতে গবেষণা ও তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণের উপর জোর দিচ্ছে আইআইটি খড়গপুরের নিউটাউন শাখা। বর্তমানে রোড সেফটি নেটওয়ার্কের অধীনে ‘ নীতির মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন’ শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকল্পে কাজ করছেন গবেষকরা। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা সাক দুর্ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এমন সুপারিশ তৈরি করা, যা বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর নীতি গ্রহণে প্রশাসনকে সহায়তা করবে। গবেষকদের দাবি, শুধুমাত্র সচেতনতামূলক প্রচার নয়, তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক উদ্বেগজনক তথ্য। ২০২৪ সালে ভারতজুড়ে পথদুর্ঘটনায় প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। এই বিপুল প্রাণহানির পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞদের মতে অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। প্রতিদিন গাে শত শত মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন, যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, অসংখ্য পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতির প্রতীক। সেই

কারণেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এই মৃত্যুর হার অন্তত ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এদিন আইআইটি খড়গপুরের নিউটাউন ক্যাম্পাসে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা, সরকারি নীতি নির্ধারক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে অংশ নেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব পাপিয়া ঘোষ রায়চৌধুরি, গৌতম সিং, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. মহম্মদ আশহিল এবং এস. সরোজা। আলোচনায় দেশের বর্তমান সাক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, দুর্ঘটনার মূল কারণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিশদ মতবিনিময় হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্ঘটনা কমাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ। অতিরিক্ত গতির কারণেই অধিকাংশ প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটে। আইআইটি খড়গপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. ভার্গব মৈত্র জানান, দেশে মোট সড়ক দুর্ঘটনার প্রায় ৬২ শতাংশই অতিরিক্ত গতির কারণে ঘটে। ফলে স্পিড ম্যানেজমেন্টের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও নিরাপদ নগর করিডর গড়ে তোলা, প্রযুক্তিনির্ভর ট্রাফিক আইন প্রয়োগ, শিশুদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা, সিট বেল্ট ও অন্যান্য নিরাপত্তা সরঞ্জামের বাধ্যতামূলক ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদি সড়ক নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। গবেষকদের মতে, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। তাই তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

তারাতলা বিপর্যয়ের জেরে তৃণমূলে বড় ধাক্কা! দল ছাড়লেন প্রাক্তন পুরপিতা বিশ্বরূপ দে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৬ জুন ঃ তারাতলা গুদাম বিপর্যয়কে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যখন তীব্র চাপানউতোর চলছে, ঠিক সেই আবহেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বড় ধাক্কা দিলেন কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা বিশ্বরূপ দে। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত উত্তর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত থাকলেও, রাত পেরোতেই দল ছাড়ার ঘোষণা করেন তিনি। একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে বিশ্বরূপ দে জানান, তারাতলার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং সেই ঘটনাকে ঘিরে প্রকাশ্যে আসা বিভিন্ন তথ্য তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। সেই কারণেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের ভিডিও বার্তায় বিশ্বরূপ দে বলেন, তারাতলা বিপর্যয়ের জন্য তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের গাফিলতিকেই দায়ী মনে করছেন। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস ও জোড়াফুলের সঙ্গে আর নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাই না। যা করেছি ভুল করেছি। আগামিদিনে হয়তো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশ্বরূপ দে আরও দাবি করেন, শুধু তারাতলা নয়, এর আগেও গার্ডেনরিচের মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ঘটনাও তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। একের পর এক দুর্ঘটনার পরও প্রশাসনিক স্তরে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই তাঁর অভিযোগ। সেই কারণেই তিনি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। ঘটনাপ্রবাহের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই কারণে যে, দল ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ‘

বেইমান নই’ শীর্ষক সেই সভার আয়োজন করা হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে। সেখানে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বরূপ দে-ও। কিন্তু সভা শেষে বাড়ি ফিরে রাতেই ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে দল ছাড়ার ঘোষণা করেন তিনি। ফলে তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, তারাতলা গুদাম বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪-তে পৌঁছেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক চরমে উঠেছে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিপর্যয়ের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট গোডাউনের বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের নথিতে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের স্বাক্ষর রয়েছে। পাশাপাশি তিনি ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি কালী নামের এক ব্যক্তির ভূমিকাও উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, কলকাতা পুরসভার বহু নির্মাণ প্রকল্পে ওই ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তাঁর অনুমোদন ছাড়া কার্যত কোনও নির্মাণ পরিকল্পনা এগোত না। বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট কালীকে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারি এবং তারাতলা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, গোটা ঘটনায় প্রশাসনিক গাফিলতি ও নির্মাণ সংক্রান্ত অনিয়ম সামনে এসেছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বরূপ দে-র দলত্যাগ শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। দীর্ঘদিন তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর তাঁর প্রকাশ্য সমালোচনা এবং দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তারাতলা বিপর্যয়ের তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং এই ঘটনার রাজনৈতিক প্রভাব আগামী দিনে কতটা বিস্তৃত হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

ব্যবসায়ীকে খুনের হুমকি,কোটি টাকা আত্মসাৎ-র অভিযোগ তারকেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি,২৬ জুন ঃ কলকাতার গিরিশ পার্কের ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যবসায়ী তথা চিত্র পরিচালক রাজেশ আগারওয়ালকে খুনের হুমকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমল পরিচালিত তারকেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু ও তার কাউন্সিলার স্ত্রী কুহেলি কুন্ডু এবং আর এক কাউন্সিলার রুপা সরকারের বিরুদ্ধে। সুবিচারের দাবিতে তারকেশ্বর থানা সহ একদিকে প্রসানিক দপ্তরে অভিযোগ দায়ের রাজেশ আগারওয়ালের। অভিযোগ অস্বীকার উত্তম,কুহেলি রুপার।২০১২ সালে তারকেশ্বর পৌরসভার অধীনে থাকা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি ফাঁকা জমিতে ফ্ল্যাট নির্মাণের দায়িত্ব পায় সান ফ্লাওয়ার গ্রীন পজেক্ট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা যার ডিরেক্টার ছিলেন কলকাতার গিরিশ পার্কের ব্যবসায়ী রাজেশ আগারওয়াল। দশ তলা বিল্ডিং এর অনুমতি নিয়ে মোট ৭২ টি ফ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০৬ সংখ্যা, শনিবার, ১২ আষাঢ়, ১৪৩৩

উপাচার্য অম্লান দত্ত

সত্তর দশকের উত্তাল কলকাতা। ট্রামে যাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ রাস্তা আটকাল জ্বলন্ত মশাল হাতে একদল উগ্র যুবা। ট্রাম পোড়াবে তারা। ত্রস্ত যাত্রীরা সব প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি করে নেমে এলো। তিনি নামছেন না দেখে তারা বলল, শিগগির নামুন আমরা এখুনি আগুন ধরিয়ে দেব। নির্বিকার মুখে তিনি বললেন, আমি তো টালিগঞ্জ যাব বলে টিকিট কেটেছি। তোমরা কী করবে আমি জানি না কিন্তু গন্তব্যে না পৌঁছে আমি নামব না। আর তোমরা এমন কিছু প্রশংসনীয় কাজ করছ না যে তার সঙ্গে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। ব্যক্তির অবিচল অহিংস প্রতিরোধে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে রক্ষা পেল জনগণের সম্পত্তিটি। তখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি। দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দেশের তাবৎ উপাচার্যদের ডাকা হয়েছে জরুরি অবস্থার পক্ষে তাঁদের সিলমোহর লাগানোর প্রত্যাশায়। সভায় পৌরহিত্য করছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর যেমন অনুযায়ী ।আলিগড়, এলাহাবাদ... এইভাবে। কয়েকজনের পর হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধী বললেন, প্রফেসর অম্লান দত্ত কী মনে করেন শোনা যাক। তিনি শান্ত ভাবে বলতে উঠলেন, কিছুদিন আগে আমাদের দেশের সংবিধানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন এনে কিছু মৌলিক অধিকার সাময়িক ভাবে রদ করা হয়েছে। এর আগেও সংবিধান সংশোধন হয়েছে এবং এবারের মতো প্রতিবারই বলা হয়েছে যে জনস্বার্থে তা করা হল। কিন্তু যতই জনস্বার্থের কথা বলা হোক না কেন, সবসময়ই তার পক্ষে ও বিপক্ষে না না মত শোনা গেছে। কিন্তু এই যে এবারের সংশোধন এর বিপক্ষে একটি মত ও শোনা গেল না। আমার আগে যে সাত আটজন উপাচার্য বক্তব্য রাখলেন প্রত্যেকেই এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তার মানে কি এর বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই? আসলে এঁরা কিছু বলতে ভয় পাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় মুক্তচিন্তার দুর্গ। সেই দুর্গাধিপতিরাই যদি এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তাতেই তো বোঝা যায় এ ব্যাবস্থা কতটা ভয়ংকর! এই কথার সাথে সাথে নেমে এল এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। একটু পরেই সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন বিব্রত প্রধানমন্ত্রী। ওঁর জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে দুটিকে বেছে নিলাম আজকের তমসাচ্ছন্ন আবহে তাঁর ব্যতিক্রমী চরিত্রে র খানিক আভাস দিতে। নিজের জীবিকা এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও রাষ্ট্রীয় বা অরাষ্ট্রীয় যেকোনো চাপ বা হুমকির সামনে ঊর্ধশির থাকতে পারেন এমন মানুষ যে বড় বিরল ।আজ সামন্য পদ, পুরষ্কার বা পারিতোষিক এর জন্য শাসকের পদলেহনকারীদের ভিড়ে এই ঋজু মানুষটির অভাব বড় বেশি করে অনুভব করি। সহনাগরিকদের মধ্যে যা তিনি খুঁজে বেড়াতেন, তাঁর নিজের ভাষায় তা হল 'Nonparty public spirited citizen.' যে ব্যক্তি সমাজ রাজনীতি নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে ভাববে কিন্তু দলদাস হয়ে যাবে না। রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এমন একটি সজীব সক্রিয় সিভিল সোসাইটি গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি মনে করতেন তিনি। ওনার ১০৩ তম জন্মদিনে তাই দূরের থেকে আনুষ্ঠানিক প্রণাম জানানোর চেয়ে নির্দলীয় সমাজ মনস্ক নাগরিক হয়ে ওঠার অঙ্গীকার তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানোর উপায় বলে মন হয়। যেখানে অন্যায় দেখতেন সেখানেই প্রতিবাদ করতে পিছু পা হতেন না। মুখ বুঁজে থাকার লোক ছিলেন না।

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী

ভারতের পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ, বিশিষ্ট বিজ্ঞান সংগঠক, শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কসুলভ বিজ্ঞান প্রশাসক ড. বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরীর ঊনবিংশ মৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা। ১৯১৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা জেলার বারদী গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ইউ. সি. নাগ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। শৈশব থেকেই মেধা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানান্বেষণের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর পরিচয় ঘটে ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে, যা তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষণা জীবনের ভিত্তি রচনা করে। মেঘনাদ সাহার উৎসাহে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য যান। সেখানে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট ও. লরেন্সের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ১৯৪১ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ভারতে ফিরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেন এবং মেঘনাদ সাহার গবেষণা দলের অন্যতম প্রধান সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন। ভারতের প্রথম সাইক্লোট্রনের নির্মাতা দলের অন্যতম পথিকৃৎ- ড. নাগচৌধুরীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রথম সাইক্লোট্রন নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূলতা ও যন্ত্রাংশবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার মতো প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা দেশীয় প্রযুক্তিতে সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল, পারমাণবিক আইসোমার ও আবেশিত তেজস্ক্রিয়তা, চেরেংকভ বিকিরণ, নন-থার্মাল প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান। শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা- মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েও ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনা করেন এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ড. নাগচৌধুরী শুধু একজন গবেষক ছিলেন না; তিনি ছিলেন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা নীতির অন্যতম স্থপতি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মানসিক শক্তি তৈরি করতে হবে। শক্তির ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালোবাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেন তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে।

'দেশভক্তি' কাকে বলে তার পথ দেখান বঙ্কিমচন্দ্র

অভিজিৎ ব্যানার্জি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ। ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন চবিবশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিকে ছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা, পরে হুগলির ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম

ব্যাচের যে দুজন ছাত্র বিএ পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিম্ন নির্বাহী চাকরিতে (সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস) যোগ দেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করেন। উপনিবেশিক সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৮৯১ সালে 'রায়বাহাদুর' এবং ১৮৯৪ সালে 'Companion of the Most Eminent Order of the Indian Empire' উপাধি প্রদান করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পেশাগত জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা তাঁর চিন্তা ও কর্মে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ইতিহাসে তিনি সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে নন, বরং একজন লেখক ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাবিদ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পশ্চাতে চারটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমত উনিশ শতকের শুরুতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর আধুনিক চিন্তাধারার ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ; দ্বিতীয়ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্রমবিকাশ; তৃতীয়ত নব্য হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং চতুর্থত কলকাতায় ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি কারী বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার স্রষ্টা নন, বরং প্রচলিত ধারারই ফল। তিনি পূর্বসূরিদের সৃষ্ট ধারার সুযোগ-সুবিধা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রগতির ধারাকে আরও অগ্রসর করে একটা স্বতন্ত্র রূপ দিতে অনন্য অবদান রাখেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম দিকের বাংলা ও ইংরেজি রচনা (ললিতা, মানস, Adventures of a Young Hindu এবং Rajmohan's Wife) পাঠক ও সাহিত্যমহলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, বরং পরবর্তীকালে পেশাগত জীবনেই তাঁর সৃষ্টিশীল মননের বিকাশ ঘটে। মফস্বলে চাকরিরত থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং বাংলার জনগণের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেন। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংসর্গ এবং তাদের সঙ্গে মিথক্রিয়া থেকে তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গ্রহণ করেন। গভীরভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শাণিত হয়েছিল এবং এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ ও কাহিনী বর্ণনায়।

চবিবশ পরগনা জেলার বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দূর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬) রচনা করেন। উপন্যাস দুটি দ্রুত প্রচার লাভ করে। পরবর্তীতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনাসহ মোট চৌদ্দটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ থেকে বঙ্কিমমনীষা রাজনীতি ও ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ সেসময় তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। পরবর্তীকালে তাঁর সব চিন্তা ধর্মীয় পুনরুত্থান ও জাতীয় নবজাগরণের কর্মকান্ডে আবর্তিত হয়। এ সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ ও লেখকের চেয়ে একজন দেশপ্রেমিক ও গর্বিত হিন্দু বলেই বেশি মনে হতো। তাঁর জীবন তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সৃষ্টিশীলতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছে।

বাংলা উপন্যাস ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্বে বাংলা উপন্যাস বলতে যা বোঝাত তা ছিল কতিপয় সংস্কৃত নাটক ও গল্প এবং কিছু ফারসি ও আরবি গল্পের অনুবাদ এবং সেগুলি ছিল প্রধানত শিক্ষামূলক ও নীতিমূলক। সেসব উপন্যাসের মূল লক্ষ্য ছিল কাব্যচর্চা, প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, মানবীয় সৌন্দর্যের অযৌক্তিক উপস্থাপনা, অবিরাম কাল্পনিক ঘটনার বিবরণ এবং বিস্ময়কর ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বর্ণনা। রচনারীতি ও গদ্যশৈলীর দিক থেকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ছিল আধুনিক সাহিত্যের ধারায় দুটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। চরিত্রচিত্রণ, শিল্পসৃজন, বর্ণনা, নান্দনিকতা এবং সর্বোপরি বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যকে এমন একটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিকশিত হয়েছে বিশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

বাংলা সাময়িকী সাহিত্যের প্রসারেও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান অসামান্য। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে একটি নতুন লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সাময়িকী সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর দিক থেকে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেন। সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ কৌমুদী এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা রচনাশৈলীর যে ধারা সৃষ্টি করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার পরিবর্তন করে ভিন্নধর্মী সমালোচনার ধারা সৃষ্টি করেন, যদিও অতীতের মতো ধর্মীয় আলোচনা ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা 'কৃষ্ণচরিত', 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে মনোগ্রাফ আকারে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তবে এ থেকে এরূপ মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, বঙ্কিমচন্দ্র একজন হিন্দুধর্ম-প্রচারক ছিলেন। তাঁর সফল কয়েকটি উপন্যাস বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় জার্নালের মতো সমালোচনার মঞ্চ হিসেবে বঙ্গদর্শনকে তৈরি করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য অনেক সাময়িকীর মতো বঙ্গদর্শনও খুব অল্প সময়, মাত্র চার বছর (১৮৭২-১৮৭৬) স্থায়ী হয়েছিল। সাহিত্য জীবনের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃজনশীল সাহিত্য চর্চার চেয়ে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রতিই বেশি মনো যোগী মনে হয়েছে। ১৮৮০-র দিকে স্পষ্টতই তিনি সাহিত্যচর্চার চেয়ে ধর্মচর্চার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েন। তিনি প্রাচীন ভারতের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়ে ছিলেন। তাঁর এ ধারণা 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ও 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮২) গ্রন্থে এবং ধর্মশাস্ত্র ও গীতার ভাষ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নব্য হিন্দুবাদের একজন সংস্কারক এবং একটি হিন্দুজাতি গঠনের চেষ্টা করে ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আশ্চর্য জনকভাবে ইতিহাসের ধারাকে উপেক্ষা করেছেন। বিগত কয়েক শতকে বাংলার সমাজ ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে পরিবর্তন ও পুনর্গঠন হয়েছে তা তাঁর মানসপটে ধরা পড়ে নি। বাংলা যে ইতোমধ্যে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এখানকার হিন্দু-মুসলমানরা যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বসবাস করেছে, একথা মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক হওয়া অসম্ভব। এ জন্যই তিনি হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান এবং একটি একক হিন্দুজাতি গঠনের চিন্তা করে ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে, যেগুলির সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের সম্পর্ক খুবই কম, হিন্দু দেশপ্রেম এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন, 'রাজসিংহ' (১৮৮২) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৮)। কোন কোনটিতে আবার ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধেও হিন্দুজাতির বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'আনন্দমঠ'।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হিন্দুজাতির পুনরুত্থান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম্', 'মাতৃভূমি', 'জন্মভূমি', 'স্বরাজ', 'মন্ত্র' প্রভৃতি নতুন শ্লোগান তৈরি করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় ভারতের শাস্ত্রীয় শিল্পী ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

কবীন্দ্রনাথ সেন

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আফতাব-ই-মৌসিকি উস্তাদ ফৈয়াজ খান শিল্পী হিসেবে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতেন অত্যন্ত কঠোর ভাবে। কোনো রাজা বা জমিদারের অন্যায় হুকুম তিনি বরদাস্ত করতেন না।

একবার ইন্দোরের মহারাজা এক ব্যক্তিগত মাহফিলে ফৈয়াজ খানকে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু উস্তাদজি যখন গান শুরু করবেন, তখন মহারাজা অন্য এক আমলার সাথে জরুরি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন এবং উস্তাদজির গানের দিকে তাঁর মন ছিল না। গ্ধফৈয়াজ খান তানপুরাটি পাশে নামিয়ে রেখে চুপচাপ বসে রইলেন। মহারাজা কিছুক্ষণ পর খেয়াল করে বললেন, ওস্তাদজি, থামলেন কেন? গান চালিয়ে যান। খানসাহেব গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, রাজাসাহেব, ফৈয়াজ খান শুধু তাঁর কদরদানদের জন্য গায়, দেয়ালের জন্য নয়। আপনি যখন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, তখন সুরের দেবী এখানে তো থাকতে পারেন না। মহারাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চান।

তিনি যেমন মন খুলে গাইতে পারতেন, তেমনি মন ভরে খেতে ভালোবাসতেন। লখনউয়ের বিরিয়ানি, কাবাব এবং নানা পদের মাংস ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বরোদার রাজদরবারে থাকাকালীন তাঁর বাবুর্চিকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া থাকত যেন প্রতিদিনের রান্নায় মশলার সঠিক ভারসাম্য থাকে। উস্তাদজি বলতেন, ক্ষ্মযেকোনো ভালো রান্নার রেসিপি আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগের বন্দিশের মধ্যে কোনো তফাত নেই। মশলা বেশি হলে যেমন স্বাদ নষ্ট হয়, তেমনি তানের কারিকুরি বেশি হলে রাগের আসল রূপ বা রস নষ্ট হয়ে যায়।

বরোদার মহারাজা সায়াজি গায়কোয়াড় শিকার করতে খুব ভালোবাসতেন। রাজদরবারের প্রধান গায়ক হিসেবে ফৈয়াজ খানকে অনেক সময় মহারাজার শিকার অভিযানের সঙ্গী হতে হতো। ওস্তাদজি নিজে শিকার না করলেও রাজকীয় তাঁবুতে আমোদ-প্রমোদের জন্য যেতেন। একবার গভীর জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে শিকারের আয়োজন চলছে। চারদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। মহারাজা উস্তাদজিকে বললেন, উস্তাদজি, জঙ্গলের এই পরিবেশে কোনো রাগের আলাপ শোনান ।ক্ষ্ম উস্তাদজি যখন খোলা গলায় জঙ্গলের সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে তানপুরা নিয়ে গাইতে শুরু করলেন, তখন দূরে বুনো পশুদের ডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন পুরো জঙ্গল উস্তাদের সুর শোনার জন্য কান খাড়া করে থমকে দাঁড়িয়েছে। মহারাজা বলেছিলেন, আজ থেকে আমার বাঘ শিকারের চেয়ে ওস্তাদজির সুর শিকার করতে বেশি ভালো লাগবে। একবার উস্তাদজি রেলে ভ্রমণ শেষে স্টেশনে নামলেন। তাঁর সাথে ছিল অনেকগুলো ভারী পার্সেল, তানপুরা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। এক গরীব কুলি ওস্তাদজির সমস্ত জিনিসপত্র ধীরেসুস্থে এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। উস্তাদজি খুশি হয়ে পকেট থেকে একটি রুপোর মুদ্রা (যা সে যুগে অনেক দামী ছিল) বের করে কুলির হাতে দিলেন। কুলিটি এত বড় বকশিশ দেখে অবাক হয়ে বলল, হুজুর, মজুরি তো মাত্র কয়েক আনা, আপনি এত দিচ্ছেন কেন? ফৈয়াজ খান তাঁর চেনা রাজকীয় ভঙ্গিতে হাসলেন এবং বললেন, ভাই, তুমি যেভাবে আমার তানপুরাটাকে নিজের সন্তানের মতো আগলে সাবধানে বয়ে এনেছ, তার মজুরি তো এই সামান্য কয়টা টাকায় শোধ হয় না। সুরের যন্ত্রকে যে সম্মান দেয়, ফৈয়াজ খান তাকে সম্মান দেয়।

তিনি যখন গান বাঁধতেন বা বন্দিশ তৈরি করতেন, তখন লখনউ ও আগ্রার সুফিয়ানা ও রোমান্টিকতার প্রভাব তাঁর ওপর থাকত। শোনা যায়, একবার এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কেন তাঁর বন্দিশে ঈশ্বরের খোঁজে বা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ অন্য কোনো ছদ্মনাম (যেমন অনেকে 'নাথ' বা 'দাস' ব্যবহার করতেন) ব্যবহার না করে প্রেম পিয়া ব্যবহার করেন?

ফৈয়াজ খান উত্তর দিয়েছিলেন, ক্ষ্মসঙ্গীতের আসল উৎস হলো প্রেম। স্রষ্টা বা সুর;কাউকেই প্রেম ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি সুফিদের মতো প্রেমের মাধ্যমেই সুরকে ছুঁতে চাই।

একবার তৎকালীন কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত সুরেশ চক্রবর্তী উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, গানের ক্ষেত্রে শব্দের (কথা) গুরুত্ব বেশি, নাকি সুরের গুরুত্ব বেশি? উস্তাদজি যেহেতু শব্দের উচ্চারণ এবং বন্দিশের কথার ওপর খুব জোর দিতেন, তাই উপস্থিত সবাই আশা করছিলেন যে উস্তাদজি হয়তো শব্দের পক্ষ নেবেন। ফৈয়াজ খান ধীরে তাঁর তানপুরাটি তুলে নিয়ে একটি তারে মৃদু টোকা দিলেন। তারটি থেকে এক চমৎকার অনুরণন তৈরি হলো। উস্তাদজি বললেন, এই যে আওয়াজটা শুনলেন, এতে কোনো শব্দ বা ভাষা নেই, কিন্তু একটা নিপাট সরল শান্তি আছে। শিশু যখন জন্মায়, সে ভাষা শেখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জাতীয় নায়ক 'শ্রীকৃষ্ণ'

রবীন্দ্রকুমার শীল

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট থাকতো সব সময়ে একজন ইংরেজ। এটা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে মানসিক আঘাত দিয়ে থাকবে। স্বদেশে তথা নিজের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন হতে পারবে না এই নিয়ে একটি গোপন চাপা ক্ষোভ বঙ্কিমচন্দ্র মনে পুষে রেখে দিয়েছিলেন হয়তো। চাকুরী হারানোর ভয়ে তিনি কোনও সময়ে একথা প্রকাশ্যে বলতে পারেনি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটা তাঁকে মানসিক দিক দিয়ে বেশ আঘাত দিয়েছিল বলেই তিনি স্বদেশী জাগরণের কথা বলতে শুরু করলেন। এটা ঠিক একটা মানুষ আঘাত না পেলে কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কোনও কিছুই প্রকাশ লাভ করে না। আঘাতই কিন্তু মানুষের গোপন প্রতিভাকে সবার সমানে মেলে ধরতে সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় উপন্যাস রচনা করলেন 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। এটি রাজপুত বীরের কাহিনীকে সমানে রেখে তিনি উপন্যাসটি রচনা করলেন। তারপরে তিনি 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রচনা করলেন। রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি রোমান্টিক নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। এছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে বিতর্কিতক প্রবন্ধ রচনাটি হচ্ছে 'কৃষ্ণ চরিত্র '(১৮৮৬)। এই প্রবন্ধটি নিয়ে আজও পণ্ডিত সমাজে গবেষণা চলে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি লাভ করে। তিনি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনা করলেন। দেশ উদ্ধারের আসল শক্তি হলো ভক্তি সেটাকে তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে

পর্যটন মানচিত্রে নতুন মোড়, ঝাড়গ্রামে আসছে অত্যাধুনিক টাইগার সাফারি প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৬ জুনঃ জঙ্গলমহলেও এবার বাঘের গর্জন, ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারির ঘোষণা! পর্যটন মানচিত্রে নতুন

মোড়। অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামের কথা মাথায় এলে প্রথমে সবুজে ঘেরা অরণ্য, হলুদ পাতা ঝরে পড়া রাস্তা, কিংবা যখন তখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির পাল। তবে এবার সেই অরণ্য সুন্দরীতেই গড়ে উঠবে এক অনন্য বৈচিত্র্য। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বাজেটে এমনই আশার আলো পেয়েছে ছোট্ট সবুজে ঘেরা শহর ঝাড়গ্রাম। দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে নজিরবিহীন সংযোজন। ঝাড়গ্রামের শালবনের নিস্তব্ধতা ভেঙে এবার গর্জন শোনা যাবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। রাজ্যের নতুন বাজেটে ঝাড়গ্রামে একটি অত্যাধুনিক 'টাইগার সাফারি' পার্ক গড়ে তোলার জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কের উল্টো দিকে প্রায় ১৬০ একর শাল জঙ্গলজুড়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে চলেছে। সরকারের এই নবাযণায় কার্যত খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, শাল জঙ্গলের বিশাল এলাকা উঁচু নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। সেই সীমানার ভেতরে খোলা আকাশের নিচে অবাধে বিচরণ করবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। পর্যটকরা বিশেষ সুসজ্জিত গাড়িতে করে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাঘ দেখার সুযোগ পাবেন। উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারির ধাঁচে দক্ষিণবঙ্গে এমন আয়োজন এই প্রথম, যা নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, এতদিন দক্ষিণবঙ্গের মানুষ বাঘ দেখার জন্য সুন্দরবনের জলপথের সাফারির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এছাড়া ওড়িশার শিমলিপাল বা ঝাড়খণ্ডের দলমা অভয়ারণ্য ছিল পর্যটকদের মূল গন্তব্য। এখন ঝাড়গ্রামে এই সাফারি চালু হলে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে এবং সেই সঙ্গে এখানকার পর্যটন শিল্পের খোলনলচে বদলে যাবে। ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজমের কর্ণধার সুমিত দত্তের আশা, এই প্রকল্পের হাত ধরে বার্ষিক ব্যবসার অঙ্ক ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও এই ঘোষণাকে ঘিরে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এর আগে তকালীন সরকারের আমলে এই প্রকল্পের কথা ঘোষিত হলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। তবে এবার নতুন সরকারের বাজেট প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে স্থানীয়রা কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখছেন। বীরভানপুর গ্রামের এক বাসিন্দা জানালেন, বর্তমানে চিড়িয়াখানা দেখার জন্য আসা পর্যটকদের সুবাদেই এলাকায় ছোটখাটো ব্যবসা ও সাইকেল স্ট্যান্ডের মাধ্যমে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন। সাফারি চালু হলে সেই আয়ের সুযোগ বহু গুণ বাড়বে। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক ইতিমধ্যে পশুপাখিদের প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য সুখ্যাতি পেয়েছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩৫০টির বেশি পশু- পাখি রয়েছে। শাল জঙ্গলের আবহে চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা স্বাভাবিক পরিবেশ পাওয়ায় তাদের প্রজনন প্রক্রিয়াও সফল হচ্ছে। বনবিভাগের এক আধিকারিকের মতে, টাইগার সাফারির প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঘের বংশবৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। সব মিলিয়ে, ঝাড়গ্রামের এই টাইগার সাফারি শুধু পর্যটনের পরিধিই বাড়াবে না, বরং জঙ্গলমহলের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বন ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পিতভাবে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ঝাড়গ্রাম যে রাজ্যের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হলদিয়া বন্দরের মুকুটে নতুন পালক, এবার চালু হল আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ২৬ জুনঃ ভারতের পূর্ব উপকূলের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া বন্দর পেল এক ঐতিহাসিক ও মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ভারতের ৪১তম বন্দর হিসেবে হলদিয়া বন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে চলেছে অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন পরিষেবা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের উপকূলবর্তী সুরক্ষাবলয় যেমন আরও মজবুত হল, তেমনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির আঙিনায় হলদিয়ার গুরুত্ব এক ধাক্কায় বহু গুণ বেড়ে গেল। কেন্দ্রের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত শুধু হলদিয়া বন্দরের গুরুত্বকেই বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়নি, বরং সমগ্র রাজ্যের অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক অভূতপূর্ব জোয়ার আনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত ভারতের মোট ৪০টি উপকূলবর্তী বন্দরে এই বিশেষ ইমিগ্রেশন সুবিধা চালু ছিল। এবার সেই তালিকায় ৪১ তম নাম হিসেবে যুক্ত হল হলদিয়া। দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নতুন স্বীকৃতির ফলে হলদিয়া বন্দরের কার্যকলাপে এক আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে। ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্ট চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে বন্দরে আসা সমস্ত বিদেশি জাহাজ এবং তার কর্মীদের উপর ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালান সম্ভব হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এর ফলে আরও নিশ্ছিদ্র হবে। এতদিন হলদিয়া বন্দরে আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জাহাজ এলেও, ইমিগ্রেশন সুবিধা না থাকায় বিদেশি নাবিক বা ক্রু- মেম্বাররা জাহাজের বাইরে বেরোতে পারতেন না। এবার থেকে বন্দরেই কর্তব্যরত ইমিগ্রেশন আধিকারিকরা তাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসা যাচাই করে এ দেশে নামার আইনি অনুমতি দিতে পারবেন। এ বিষয়ে সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী বলেন, হলদিয়া তথা সমগ্র রাজ্যবাসীর কাছে এটা একটা বিরাট পাওনা। এই সিদ্ধান্ত হলদিয়া বন্দরকে বাণিজ্যের নিরিখে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের যে সম্ভাবনা রয়েছে,

এই স্বীকৃতি তাকে আরও তরান্বিত করবে। বিদেশি নাবিকরা বন্দরে নামার সুযোগ পাওয়ায় স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল ও পর্যটন শিল্পের পরিধি বাড়বে। এর পাশাপাশি, বিশ্বমঞ্চে হলদিয়া বন্দরের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় আন্তর্জাতিক জাহাজ এই বন্দরে নোঙর করবে, যা পরোক্ষভাবে রাজ্যে কর্মসংস্থান ও রাজস্ব বাড়াতে বড় ভূমিকা নেবে। সুরক্ষা রক্ষা এবং বাণিজ্যিক প্রসার, দুই লক্ষ্যকেই একসঙ্গে ছুঁয়ে ফেলল হলদিয়া বন্দর। ৪১ তম ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্ট হিসেবে হলদিয়ার এই আত্মপ্রকাশ কেবল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নয়, বরং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। একদিকে হলদিয়ায় আন্তর্জাতিক মানের ইমিগ্রেশন সুবিধা এবং অন্যদিকে দাদনপাত্রবাড়ের গভীর সমুদ্র বন্দর, এই দুইয়ের মেলবন্ধনে আগামী দিনে পূর্ব মেদিনীপুর তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক মানচিত্র আমূল বদলে যেতে চলেছে।

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী ও পঞ্চায়েত কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

অভিষেক দাস, মালদা, ২৬ জুনঃ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী ও পঞ্চায়েত কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে এক কৃষক পরিবারের কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রায় ছয় বছর আগে দুই ছেলেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই টাকা নেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি না মেলায় টাকা ফেরত চাইলে তা না দিয়ে উল্টে অভিযোগকারীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হয় বলেও দাবি।স্তটনাটি কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ এলাকার। অভিযোগকারী খগেন মণ্ডল, পেশায় কৃষিজীবী। তাঁর দাবি, অভিযুক্ত অমল কান্তি সরকার, যিনি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের এক গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী এবং স্থানীয় তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত, প্রথমে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। পরে জমি বিক্রি করে নগদ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা তিনি অভিযুক্তের হাতে তুলে দেন। অভিযোগকারীর দাবি, টাকা দেওয়ার সময় গোপনে একটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই ভিডিও বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। খগেন মণ্ডলের অভিযোগ, বহুবার টাকা ফেরত চাইলেও অভিযুক্ত তা ফেরত দেননি। বরং মামলা করলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ২০২৪ সালে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে দাবি তাঁর। বর্তমানে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তিনি ফের জেলা শাসক ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রশাসন ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সদস্য অজিত রায় বলেন, আমাদের সরকার কোনও অন্যায় বরদাস্ত করবে না। যদি সরকারি কর্মচারী চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে থাকেন, তবে তদন্তের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের কাছে আমরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। প্রশাসনের তদন্তের পরই অভিযোগের সত্যতা এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে স্পষ্ট ছবি সামনে আসবে।

রোহিতের স্বপ্ন ছিল বিদেশে যাবে- তারাতলা সব শেষ করে দিলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২৬ জুনঃ কত মানুষের কত স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছে তারাতলা। তেমনই রোহিতের স্বপ্নও নষ্ট করেছে। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গাজীপুর গ্রামের বাসিন্দা রোহিত চৌধুরী। ২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন। এরপর আইটিআই-তে ফিটার ট্রেডে পড়াশোনা করে বিদেশে চাকরি করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য প্রায় ছ'মাস আগে মামার সঙ্গে কলকাতার তারাতলায় কাজে যোগ দেন। আর সেই সিদ্ধান্তই তাঁর জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াল। মঙ্গলবার বিকেলেও ফোনে মাকে আশ্বস্ত করেছিলেন রোহিত। বলেছিলেন, 'মা, চিন্তা কোরো না, আমি ভালো আছি। ৫ জুলাই কাকার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে বাড়ি ফিরব।' কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখা হল না। বুধবার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর নিথর দেহ পৌঁছায় গাজীপুরের বাড়িতে। ছেলেকে শেষবার দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা নীলমদেবী ও বাবা বেনারসি চৌধুরী। গোটা গ্রাম শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। রোহিতের বাবা দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। ছোট ভাই রোহন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন রোহিত। তাঁর মাসতুতো দিদি নেহা চৌধুরী জানান, আর্থিক সঙ্কটের কারণে উচ্চমাধ্যমিকের পর পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, কিছুদিন কাজ করে টাকা জমিয়ে আবার আইটিআই-তে ভর্তি হবে। তারপর বিদেশে গিয়ে মোটা বেতনের চাকরি করবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না। রোহিতের মা নীলমদেবী চোখের জল সামলাতে না পেরে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ছেলেটা আমাদের অভাবের সংসারে আলো জ্বালাতে চেয়েছিল। কে জানত এভাবেই চলে যাবে!'

পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে বিধায়ক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৬ জুনঃ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে শুক্রবার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের

সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরিদর্শনের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন বিধায়ক। হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা, রোগীদের সুবিধা-অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় জানান, হাসপাতালের বেশ কিছু সমস্যা তাঁর নজরে এসেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী দিনে সেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সাধারণ মানুষের যাতে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া নিশ্চিত হয়, সেই দিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিন হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত রোগীর আত্মীয়-পরিজনেরা দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকায় সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা না থাকায় জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের অন্যত্র নিয়ে যেতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তাই দ্রুত এই এলাকায় সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করার দাবি জানান তাঁরা। বিধায়ক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে এবং মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। তাঁর এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে হাসপাতালের পরিষেবার আরও উন্নতির আশা তৈরি হয়েছে।

জিএম অফিসের সামনেই বিএমএসের শক্তি প্রদর্শন, ৫ আগস্ট সংসদ ঘেরাওয়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুনঃ শেষ মুহূর্তে দপ্তরের হলঘরের অনুমতি না মেলায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ির বিএসএনএল (BSNL) কার্যালয় চত্বরে। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জেনারেল ম্যানেজারের (জিএম) ঘরের সামনেই খোলা চত্বরে বসে নজিরবিহীনভাবে শক্তি প্রদর্শন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ (BMS) অনুমোদিত ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। একই মঞ্চ থেকে আগামী ৫ আগস্ট দিল্লির সংসদ ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে তীব্র হুঁশিয়ারি দিল আরএসএস পন্থী এই শ্রমিক সংগঠনটি। সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির জন্য দপ্তরের টিআরসি রুমটি বুক করা ছিল। কিন্তু নেতৃত্বের অভিযোগ, শেষ মুহূর্তে বিএসএনএলের জেনারেল ম্যানেজার এবং কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নের গোপন যোগসাজশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেই অনুমতি বাতিল করা হয়। এই 'অন্যায়ের' প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। শেষমেশ হলঘরের মায়া ত্যাগ করে জিএম অফিসের সামনের খোলা চত্বরেই প্রায় ৬৫০ কর্মী ও সমর্থককে নিয়ে বিশাল প্রতিবাদী সভা শুরু করেন তাঁরা। এদিনের এই রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহল। বিএমএস নেতৃত্বের দাবি, এদিনের মঞ্চে অন্য একাধিক বিরোধী শ্রমিক সংগঠন ছেড়ে প্রায় ২০০ জন বিএসএনএল কর্মী ও সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় মজদুর সংঘের পতাকাতলে শামিল হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই বড়সড় দলবদলের জেরে শিলিগুশিতে বিএমএস-এর হাত যেমন শক্ত হলো, তেমনই বড়সড় ধাক্কা খেল বাম ও বিরোধী ইউনিয়নগুলি। সভায় উপস্থিত সার্কেল সম্পাদক বৈদ্য দে বিরোধী ইউনিয়নগুলিকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের অধিকার পাইয়ে দেওয়ার নামে একশ্রেণির সংগঠন শোষণ চালিয়ে আসছে। একমাত্র বিএমএস-ই শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এরপরই তিনি কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য 'সপ্তম পে কমিশন' অবিলম্বে লাগু করার দাবিতে এক বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করেন। কেন্দ্রকে কড়া বার্তা দিতে আগামী ৫ আগস্ট 'দিল্লি চলো' অভিযানের মাধ্যমে সংসদ ভবন ঘেরাও করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস শিলিগুড়ি সম্পাদক মিহির হালদার ও কনভেনার রামপ্রসাদ রায়।

বসে গিয়েছে ব্রিজের একদিক, হেলে পড়েছে গোটা কাঠামো! বন্ধ যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৬ জুনঃ বসে গিয়েছে ব্রিজের একদিক। হেলে পড়েছে গোটা কাঠামো। জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফাটল, খসে পড়ছে কংক্রিটের চাঙর, বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে শেষ পর্যন্ত ব্রিজের ওপর দিয়ে বাস, লরি-সহ সমস্ত ভারী যান চলাচল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। কিন্তু ব্রিজের বহুদিন ধরে খারা অবস্থা থাকার পরেও কেন ব্যবস্থা নিতে দেরি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, কাটোয়া-বর্ধমান সড়কে মঙ্গলকোটের নিগনে ব্রহ্মানী নদীর উপর অবস্থিত এই ব্রিজ ২০০১ সালে নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণের পর থেকে কার্যত কোনও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। প্রায় দেড় বছর ধরেই ব্রিজের বিভিন্ন অংশে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। মাস দুয়েক আগে বড় ফাটল ধরা পড়ার পর ব্রিজটিকে দুর্বল বলেও চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবুও অবাধে চলেছে বাস, লরি-সহ ভারী যানবাহন। শেষ পর্যন্ত ব্রিজের একদিক বসে গিয়ে কাঠামো হেলে পড়ার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এক নিত্যযাত্রী বলেন, আমি কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডে গিয়েছিলাম বর্ধমান যাওয়ার জন্য বাস ধরতে, কিন্তু বাস চলাচল করছে না। ব্রিজ বেহাল থাকার কারণে বাস অনেক ঘুরে বর্ধমান যাচ্ছে। ভাড়াও বেশি নেওয়া হচ্ছে। আমাদের এতে খুবই অসুবিধা। খুব তাড়া তাড়ি ব্রিজ সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এখন ব্রিজের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকায় কার্যত বিপর্যস্ত কাটোয়া-বর্ধমান রুটের বাস পরিষেবা। ঘুরপথে চলাচল করায় বাড়ছে সময়, বাড়ছে ভাড়া। প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এখনও গাড়ি গেলেই ব্রিজ কাঁপছে। বর্ষা এগিয়ে এসেছে। যেকোনও সময় ব্রিজ একেবারে নেমে যাবে। ইঞ্জিনিয়াররা আসছে ছবি তুলছে চলে যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগামী চার মাসের মধ্যে নিগন ব্রিজের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বর্ষা একেবারে দরজায় কড়া নাড়ছে। তাই বাসিন্দাদের দাবি, আর কোনও আশ্বাস নয়, দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হোক। কারণ, সামান্য গাফিলতিই ডেকে আনতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

ঘাটালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত স্ত্রী, গুরুতর আহত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ২৬ জুনঃ ভোরে স্নান সেরে ভিজে কাপড় মেলতে গিয়েছিলেন স্ত্রী। আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন, চোখের সামনে স্ত্রীকে ছটফট করতে দেখে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন স্বামী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল স্ত্রীর, আর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন স্বামী। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের প্রসাদচক গ্রামের এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত বধূর নাম পাপিয়া সিং (২৮)। তাঁর স্বামী জগন্নাথ সিং বর্তমানে ঘাটাল মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ঘটনাটি ঘটে ভোর চারটে নাগাদ। স্নান সেরে বাড়ির নির্দিষ্ট জায়গায় তারে ভিজে কাপড় মেলতে গিয়েছিলেন পাপিয়া। পরিবারের এক সদস্য জানান, কয়েকদিন আগের ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটেছিল। কোনওভাবে সেই কাটা তারের সংস্পর্শে চলে আসে জামাকাপড়, সেই তারটি বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। অন্ধকারে বিষয়টি বুঝতে পারেননি ওই গৃহবধূ। ভিজে কাপড় হাতে সেখানে স্পর্শ করতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আটকে পড়েন। স্ত্রীর গোঙানি ও আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্বামী জগন্নাথ। স্ত্রীকে ওই অবস্থা থেকে খালি হাতে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও প্রবল বিদ্যুতের ঝটকায় ছিটকে পড়েন। অচৈতন্য হয়ে পড়েন দু'জনেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিষয়টি বুঝতে পেরে চিকার চেঁচামেচি শুরু করেন। ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও। তড়িঘড়ি তাঁদের দু'জনকেই উদ্ধার করে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পাপিয়া সিংকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বীরভূমের গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ জুনঃ বীরভূমের চণ্ডীদাস নানুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আচমকাই ঘটে গেল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তবে দমকলের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে পঞ্চায়েত ভবন। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে আচমকা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে আসেন দমকলের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, মিটার বক্স-এর শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেউ হতাহত হননি।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরস্থ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের কার্যালয়ের ডেপুটি সিএমই / রিপেয়ার নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন 'ই-ওপেন টেন্ডার'-এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন।
ক্রমিক নং-১. ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নাম- টেন্ডার নং "33-GKP-MWS-2025-26-1" কাজঃ GKPS-এ LHB কোচের জন্য কম্পিউটারাইজড ডি.ভি. (D.V.) টেস্ট বেঞ্চের (সংখ্যা-০১টি) ২ বছরের জন্য কমপ্রিহেনসিভ এএমসি। আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ ₹১০,১৪,৮০০ /-, জামানত (টাকায়)ঃ ₹২০,৩০০ /-, টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ১৬-০৭-২০২৬ তারিখ, বেলা ১১.০০টা পর্যন্ত, চুক্তির মেয়াদঃ ২৪ মাস।
● উপরোক্ত দরপত্রগুলোর বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in এ-ও পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই.সিএমই / রিপেয়ার, মেক. ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর
CPRO/Yantrik-46
কখনও গাড়ির ছাদে বা ফুটবোর্ডে চড়ে ভ্রমণ করবেন না।

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/০৯ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা

দেশ-বিদেশ

‘ভারতের স্বার্থ সুরক্ষিত না হলে কোনও চুক্তি নয়’ - ট্রাম্প প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন ঃ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বহুল আলোচিত অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি কবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে জল্পনা ক্রমশই বাড়ছে। শুধু দুই দেশের ব্যবসায়ী মহলই নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মহলেও এই প্রশ্ন এখন অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ভারতের স্বার্থ এবং তুলনামূলক বাণিজ্যিক সুবিধা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না নয়াদিল্লি। এদিন এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, আমরা এমন কোনও চুক্তি করতে পারি না, যেখানে ভারতের স্বার্থ পুরোপুরি সুরক্ষিত নয়। যতক্ষণ না ভারতের তুলনামূলক সুবিধাগুলি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান মিলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে না। বাণিজ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ গত কয়েক মাস ধরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একাধিক দফায় আলোচনা হলেও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত সমঝোতার পথ তৈরি হয়নি। ভারতের অবস্থান স্পষ্ট- কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়, বরং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই চুক্তির পথে এগোতে চায় কেন্দ্র। উল্লেখ্য, এর আগেও গত মার্চ মাসে বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছিল যে ভারত-আমেরিকা প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি তখনই আনুষ্ঠানিক রূপ পাবে, যখন দুই দেশের মধ্যে নতুন শুল্ক কাঠামো নিয়ে সম্পূর্ণ ঐকমত্য তৈরি হবে। সেই অবস্থান থেকেই এখনও একচুলও সরেনি ভারত সরকার। এই চুক্তির সূচনা হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী নরেনন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের সময় দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এরপর ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য কাঠামো ঘোষণা করা হয়। সেই কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব। সূত্রের দাবি, আমেরিকা ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের উপর আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮

শতাংশে নামিয়ে আনার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছিল। তবে শুল্ক হ্রাসের এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিক খুঁটিনাটি বিষয় এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষ করে কৃষি, উপাদন শিল্প, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে ঘিরে দুই দেশের মধ্যে এখনও কিছু মতপার্থক্য রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ভারত চাইছে, যে কোনও চুক্তিতে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বজায় থাকুক এবং ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা নিশ্চিত করা হোক। অন্যদিকে আমেরিকাও তাদের নিজস্ব শিল্প ও বাজারের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির প্রতিনিধিদের মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়েছে। আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে উভয় পক্ষই মোটামুটি সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে সেই সন্তোষের মধ্যেও সতর্ক অবস্থান বজায় রেখেছে ভারত। পীযূষ গোয়েলের বক্তব্যে সেই সতর্কতারই প্রতিফলন স্পষ্ট। মন্ত্রী জানিয়েছেন, আলোচনা ইতিবাচক পথে এগোলেও তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নই নেই। বরং এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভারতের অর্থনীতি, শিল্প এবং রপ্তানি খাতের জন্য লাভজনক হবে। প্রয়োজন হলে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত সরকার। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বের দুই বৃহ অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়লে উভয় দেশই লাভবান হতে পারে। তবে ভারতের মতো দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে কোনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই কেন্দ্র সরকার শুল্ক, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং রপ্তানি সুবিধার মতো বিষয়গুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে আলোচনার দরজা খোলা থাকলেও চূড়ান্ত চুক্তির জন্য এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি। আর সেই কারণেই ভারতের বার্তা একেবারে স্পষ্ট- দেশের স্বার্থ আগে, চুক্তি পরে। পীযূষ গোয়েলের কড়া বার্তা থেকে পরিস্কার, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে ভারত আগ্রহী হলেও জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করতে রাজি নয়। ফলে শুল্ক ও বাণিজ্যিক সুবিধা নিয়ে সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির জন্য অপেক্ষাই করতে হবে। ভারতের অবস্থান এখন একটাই- সুবিধা নিশ্চিত হলে চুক্তি, না হলে নয়।

ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি বিশ্বসমাজের শ্রদ্ধার প্রতিফলন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন ঃ ভারতের প্রাচীন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিকিসা ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হল স্কটল্যান্ডে। বিশ্বের প্রথম শল্যচিকিসক হিসেবে স্বীকৃত মহর্ষি সুশ্রুতের মূর্তি এবার স্থান পেল বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ শল্যচিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবার্গে অবস্থিত ঐতিহাসিক ‘ কলেজ অফ সার্জনস’-এ তাঁর ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপনের ঘটনা ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সুশ্রুত এমন এক নাম, যাঁকে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির পথপ্রদর্শক হিসেবে মানা হয়। বহু শতাব্দী আগে তিনি যে শল্যচিকিসা পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা আজও চিকিসা গবেষকদের বিস্মিত করে। তাঁর রচিত ‘ সংহিতা’ শুধু ভারতীয় চিকিসা বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদই নয়, বিশ্ব চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসেও এক অসামান্য দলিল।ইতিহাসবিদদের মতে, সুশ্রুত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। সেই সময়েই তিনি মানবদেহের গঠন, অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন কৌশল, চিকিসা সরঞ্জামের ব্যবহার এবং প্লাস্টিক সার্জারির নানা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিশেষ করে নাক পুনর্গঠন বা পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।সম্প্রতি এডিনবার্গের ঐতিহ্যবাহী রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস-এ সুশ্রুতের একটি প্রায় ৯০ কেজি ওজনের ব্রোঞ্জের মূর্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত

ব্রিটিশ সার্জন অধ্যাপক চন্দ্র চেরুভু। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আন্তর্জাতিক মহলে সুশ্রুতের অবদানকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন।জানা গেছে, মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন তামিলনাড়ুর দক্ষ ভাস্করদের একটি দল। ভারতীয় শিল্পরীতির ছোঁয়ায় তৈরি এই ভাস্কর্য শুধু একজন চিকিসাবিদকে সম্মান জানায়নি, বরং ভারতীয় সভ্যতার হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যকেও বিশ্বদরবারে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিকিৎসক, গবেষক এবং শিক্ষাবিদরা সুশ্রুতের অবদানকে স্মরণ করেন। তাঁদের মতে, আধুনিক শল্যচিকিৎসার বহু ধারণার ভিত্তি নিহিত রয়েছে সুশ্রুতের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশে তাঁর অবদান শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।এই বিশেষ উদ্যোগের জন্য অধ্যাপক চন্দ্র চেরুভুকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারতের কূটনৈতিক মহলও। স্কটল্যান্ডে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানায়, এই অনুষ্ঠান ভারত ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে চিকিৎসা ও শল্যচিকিসা বিজ্ঞানের দীর্ঘ ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও সুদৃ। করেছে। পাশাপাশি ভারতের সমৃদ্ধ চিকিৎসা ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।বার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়, রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বজুড়ে সার্জারি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই প্রতিষ্ঠানে সুশ্রুতের মূর্তি স্থাপন নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক স্বীকৃতি, যা ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি বিশ্বসমাজের শ্রদ্ধার প্রতিফলন। বিশ্বায়নের এই যুগে যখন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়, তখন সুশ্রুতের মতো প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের অবদান নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, চিকিসা বিজ্ঞানের বহু মৌলিক ধারণার শিক। হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশেই গ।ে উঠেছিল। স্কটল্যান্ডের এই সম্মান সেই ঐতিহ্যেরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা ভারতবাসীর জন্য গর্বের এবং বিশ্ব চিকিসা সম্প্রদায়ের জন্য অনুপ্রেরণার।

লৌহ দেবদূত, তারাতলায় প্রাণ বাঁচাতে সময়ের বিরুদ্ধে দৌড়ে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৬ জুনঃ মানবিকতা ও দ্রুত পদক্ষেপের এক অনন্য নজির স্থাপন করে, তারাতলায় কারখানা

ভেঙে পড়ার দুর্ঘটনাস্থলে চলমান ব্যাপক উদ্ধার অভিযানে শামিল হয়েছে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের সহানুভূতিশীল এবং সুদৃঢ় নেতৃত্বে, হাওড়া ডিভিশন, শিয়ালদহ ডিভিশন এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপের উদ্ধার ও ত্রাণ দলগুলো ২৬ জুন, ২০২৬-এর বিকাল ০৫ টায় দুর্ঘটনাস্থলের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। রাজ্যের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে, শ্রী দেওস্কর অবিলম্বে রেলের সেরা সম্পদ ও কর্মীদের নিয়োজিত করেন, যার ফলে এই জাতীয় পরিবহন সংস্থাটি কংক্রিটের নিচে আটকে পড়াদের কাছে আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং এনডিআরএফ-এর ২য় ব্যাটালিয়নের সাথে নিখুঁত সমন্বয় রেখে, পূর্ব রেলের ৭০ সদস্যের এক বীর দল সময় ও হতাশার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত-যার মধ্যে রয়েছে ১০টি অক্সি-কাটার সেট, ৬টি অ্যাব্রেসিভ কাটার এবং ৩টি প্লাজমা কাটিং ইউনিট-রেলের এই সাহসী কর্মীরা দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ইস্পাত ও ভারী ধ্বংসস্তূপ কেটে পথ তৈরি করছেন। তাঁদের হাত আজ কেবল একটি দৃঢ় সংকল্পে চালিত হচ্ছে- আটকে থাকা প্রতিটি হৃদস্পন্দনকে রক্ষা করা। কাটার মেশিনের তীক্ষ্ণ শব্দ যখন রাতের অন্ধকার চিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তখন পূর্ব রেলের এই অভিযান কেবল একটি উদ্ধারকাজেই সীমাবদ্ধ নেই এটি হয়ে উঠেছে গভীর এক উৎসর্গের রূপ। এই অভিযানের আবেগঘন গুরুত্ব তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, এই ট্র্যাজেডির মুহূর্তে, পূর্ব রেল ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা প্রতিটি প্রাণ বাঁচাতে অবিচলভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সাহসী দলগুলো দিনরাত ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যা সম্পূর্ণ মানবিকতার দ্বারা চালিত- যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে আশা ও স্বস্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির সময়সূচী সংশোধন করেছে

গোরখপুর, ২৬শে জুনঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির সময়সূচী সংশোধন করেছে, যা ২৮শে জুন, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী, ৫২২৬২ মৈলানি-নানপাড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ২৮শে জুন, ২০২৬ থেকে

প্রতিদিন সকাল ১০.৫০ মিনিটে মৈলানি থেকে ছাড়বে এবং ভিরা খেরি থেকে সকাল ১১.২০ মিনিটে, পালিয়া কালান থেকে সকাল ১১.৪২ মিনিটে, দুধওয়া থেকে দুপুর ১২.০৫ মিনিটে, বেলরাযান থেকে দুপুর ১.১৬ মিনিটে, টিকুনিয়া থেকে দুপুর ১.৪৩ মিনিটে, খৈরতিয়া ড্যাম রোড থেকে দুপুর ১.৫৯ মিনিটে, মঞ্জরা পূর্ব থেকে দুপুর ২.১৮ মিনিটে এবং বিছিয়া থেকে দুপুর ২.৫২ মিনিটে ছাড়বে। ১৫.১২ ঘটিকায় নিশানগড়, ১৫.৩৪ ঘটিকায় মূর্তিহা, ১৬.০৬ ঘটিকায় কাকরাহা রেস্ট হাউস, ১৬.৩৯ ঘটিকায় মিহিনপুরওয়া, ১৬.৫০ ঘটিকায় গাই ঘাট হল্ট এবং ১৭.০৮ ঘটিকায় রাযভোজা হযে.১৭.৫০ ঘটিকায় নানপাড়ায় পৌঁছাবে।৫২২৬৪ মৈলানি-নানপাড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী ২৮শে জুন, ২০২৬ থেকে প্রতিদিন সকাল ০৭.০৫ মিনিটে মৈলানি থেকে ছাড়বে এবং ভিরা খেরি ০৭.৩৫ মিনিটে, পালিযা কালান ০৭.৫৭ মিনিটে, দুধওয়া ০৮.৩৪ মিনিটে, বেলরায়ান ০৯.৫৪ মিনিটে, টিকুনিয়া ১০.২৯ মিনিটে, খায়রতিয়া ড্যাম রোড ১০.৪৪ মিনিটে, মাঞ্জরা পূর্বা ১১.০৪ মিনিটে, বিছিয়া ১১.৪৫ মিনিটে, নিশানগড়হা ১২.০৫ মিনিটে, মূর্তিহা ১২.৩৮ মিনিটে, কাকরাহা রেস্ট হাউস ১৩.০৯ মিনিটে, মিহিনপুরওয়া ১৩.৩৩ মিনিটে এবং গাই ঘাট হল্ট ১৩.৪৩ মিনিটে ছাড়বে। এবং ১৩.৫৪ ঘটিকায় রায়ভোজা থেকে রওনা হয়ে ১৪.৩০ ঘটিকায় নানপাড়া পৌঁছাবে।৫২২৬১ নানপাড়া-মাইলানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ২৮শে জুন, ২০২৬ থেকে সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল ০৭.২০ মিনিটে নানপাড়া থেকে ছাড়বে। ট্রেনটি ০৭.৩৭ মিনিটে রায়ভোজা, ০৭.৪৮ মিনিটে গাই ঘাট হল্ট, ০৭.৫৮ মিনিটে মিহিনপুরওযা, ০৮.২২ মিনিটে কাকরাহা রেস্ট হাউস, ০৮.৪৩ মিনিটে মূর্তিহা, ০৯.০৫ মিনিটে নিশানগড়হা, ০৯.২৫ মিনিটে বিছিয়া, ০৯.৫৯ মিনিটে মঞ্জরা পূর্ব, ১০.১৯ মিনিটে খৈরাতিয়া ড্যাম রোড, ১০.৩৪ মিনিটে টিকুনিয়া, ১০.৫৩ মিনিটে বেলরায়ান, ১২.০০ মিনিটে দুধওয়া এবং ১২.৩৪ মিনিটে পালিয়া কালান থেকে ছাড়বে। এবং ১২.৫৬ ঘটিকায় ভিরা খেরি থেকে ১৩.৫৫ ঘটিকায় মৈলানি পৌঁছাবে।৫২২৬৩ নানপাড়া-মাইলানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী ২৮শে জুন, ২০২৬ থেকে প্রতিদিন সকাল ১১.১০ মিনিটে নানপাড়া থেকে ছাড়বে। ট্রেনটি ১১.২৭ মিনিটে রায়ভোজা, ১১.৩৮ মিনিটে গাই ঘাট হল্ট, ১১.৪৮ মিনিটে মিহিনপুরওয়া, ১২.১২ মিনিটে কাকরাহা রেস্ট হাউস, ১২.৪৩ মিনিটে মূর্তিহা, ১৩.০৫ মিনিটে নিশানগড়হা, ১৩.২৫ মিনিটে বিছিয়া, ১৪.১৩ মিনিটে মঞ্জরা পূর্ব, ১৪.৪১ মিনিটে খৈরাতিয়া ড্যাম রোড, ১৪.৫৬ মিনিটে টিকুনিয়া, ১৫.১৫ মিনিটে বেলরায়ান, ১৬.২১ মিনিটে দুধওয়া এবং ১৬.৪২ মিনিটে পালিয়া কালান হয়ে ছাড়বে। এবং ১৭.০৪ ঘটিকায় ভিরা খেরি থেকে ১৭.৫৫ ঘটিকায় মাইলানি পৌঁছাবে।

৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে

১-র পাতার পর-কারও বুঝতে বাকি থাকেনি এই তিনি আদতে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত প্রভাবশালী ওএসডি (অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি)। এদিন আদালতে সরকারি আইনজীবী কালীচরণকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পক্ষে জোরদার সওয়াল করেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়, বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাইয়ে দেওয়ার এই চক্রটি কতদূর বিস্তৃত এবং এর সঙ্গে পুরসভার আর কোন কোন রাঘববোয়াল জড়িত রয়েছে, তা জানতে কালীচরণকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বাইরে থাকলে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করে পুলিশ। দু’পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে আদালত আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত তাঁকে পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত, তারাতলায় গুদাম বিপর্যয়ের পর থেকেই কলকাতা পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। প্রাক্তন মেয়রের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি এবং তাঁর এই ‘বিলিডিং প্ল্যান’ কেলেঙ্কারির তত্ত্ব সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে পুর প্রশাসন। এখন ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে কালীচরণ মুখ খুললে পুরসভার আর কার কার নাম সামনে আসে, সেটাই দেখার।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সরব

১-র পাতার পর-আশ্বাস দিতে পারেনি তারা। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের জোরালো দাবি, ইউসিসি-র মতো স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমাজের সমস্ত স্তরের অংশীদার বা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষ করে দেশের আদিবাসী সম্প্রদায় এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক তথা দুর্বল গোষ্ঠীগুলির মতামত ও উদ্বেগকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বসম্মত সহমত ও আস্থা তৈরি না করে একতরফাভাবে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছে বাংলার শাসকদল। বস্তুত, খুব শীঘ্রই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ‘ইউনিফর্ম সিভিল কোড’ চালু করা হবে। সোমবার বিধানসভায় এই নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিকভাবেই, এখন সকলের মনে প্রশ্ন - কী এই আইন, কী কী থাকবে এই বিলে? যদিও তারও আগে এই বিল এই বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত বিলেও পাহাড় ও জঙ্গলমহলের কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি-নীতি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিল পেশের সময়ই স্পষ্ট হবে।

‘কাউকে রেয়াত করা হবে না!’

১-র পাতার পর-গোডাউনটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে কলকাতা পুলিশ, দমকল বাহিনী, এনডিআরএফ এবং ভারতীয় সেনা। কংক্রিটের স্তূপের নীচে আটকে পড়া শ্রমিকদের দ্রুত ও জীবিত বের করে আনতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। সূত্রের খবর, ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ৩৩ জন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শুক্রবারের মধ্যেই সমস্ত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলা হবে। এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের গতি বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে হুঁশিয়ারি শঙ্করের

১-র পাতার পর-আর হবে না। দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে আমাদের নতুন সরকারের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ‘জিরো টলারেন্স’। এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যেমন কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনই দলের রাজ্য সভাপতি শমীকদাও (ভট্টাচার্য) স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।’’ এলাকা পরিদর্শন শেষে বর্ষাকালীন পরিকাঠামো নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তিনি জানান, বর্ষার জেরে ডাবগ্রাম এলাকার দু’-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার হাল অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর বিশদ কথা হয়েছে। তড়িঘড়ি কাজ করার অপকারিতা নিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘‘এই ভরা বর্ষার মধ্যে তড়িঘড়ি রাস্তা তৈরি করা মানে সরকারি অর্থকে স্রেফ জলে ফেলে দেওয়া। তবে আমরা চেষ্টা করছি, বর্ষার দাপট কমলেই যাতে আগামী দুর্গাপুজোর আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই রাস্তাগুলির কাজ শুরু করা যায়। এর পাশাপাশি এলাকার আইনশৃঙ্খলা, পুলিশ-প্রশাসন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের জন্য কী কী খামতি রয়েছে, সেগুলোও খুব শীঘ্রই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে জ্বালানি নিরাপত্তায় তৎপর ভারত

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা এখনও কাটেনি। ইরান-ইজরায়েল সংঘাত এবং হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে অনিশ্চয়তার আবহে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে উদ্বেগ অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে তপরতা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এমন সময় বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে পৌঁছলেন ইরানের পেট্রলিয়াম মন্ত্রী মোহসেন পাকনেজাদ। তাঁর এই সফরকে বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ এবং তেলের দামের ভবিষ্য নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই ভারত-ইরান সম্পর্ক নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। দিল্লিতে পৌঁছে মোহসেন পাকনেজাদ কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে হাইড্রোকার্বন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা।

নীরব মোদির সামনে এখন আইনি পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে

লন্ডন, ২৬ জুন ঃ পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির জন্য ফের একবার বড়সড় আইনি ধাক্কা এল ব্রিটেন থেকে। লন্ডনের একটি আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে নেওয়া ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ সুদ-সহ ফেরত দিতেই হবে তাঁকে। আদালতের এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক মামলায় ভারতীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে বড় সাফল্য এল। সব মিলিয়ে বর্তমানে ঋণ ও সুদের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১০০ কোটিরও বেশি। এই রায় এসেছে এমন এক সময়ে, যখন নীরব মোদি ইতিমধ্যেই একাধিক আইনি সমস্যায় জর্জরিত। ভারতে প্রত্যার্পণ এড়ানোর জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ আদালতে বিভিন্ন আইনি যুক্তি তুলে ধরলেও সেগুলি বিশেষভাবে সফল হয়নি। এবার ঋণ সংক্রান্ত মামলায় আদালতের এই সিদ্ধান্ত তাঁর জন্য আরও বড় চাপ তৈরি করল। কী ছিল মামলার পটভূমি? আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০১২ সালে দুবাই-ভিত্তিক একটি সংস্থাকে প্রায় ৪.১ মিলিযন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছিল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সেই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন নীরব মোদি। ঋণ অনুমোদনের পর ২০১৩ সালের ৩ আগস্ট তিনি ওই ঋণের ব্যক্তিগত গ্যারান্টার হিসেবে স্বাক্ষর করেন। অর্থাৎ, সংস্থা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিগতভাবে সেই অর্থ শোধ করার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাবে। পরবর্তী কয়েক বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ২০১৮ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) জালিয়াতি কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর নীরব মোদির আ

হাসপাতালের পরিষেবা ফেরাতে হাসপাতালে হাজির রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ জুনঃ হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে ডাক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এবং অন্য বেশ কিছু কর্মীর 'তিক্ত' সম্পর্কের জেরে পরিষেবা লাটে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে। এমন অভিযোগ পেয়ে এবং হাসপাতালের সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শুক্রবার সেখানে হঠাৎই হাজির হলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা কান্দির বিজেপি বিধায়ক গার্গী দাস ঘোষ।

হাসপাতালে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন কান্দি হাসপাতালে 'গ্রেট কালচার' এবং সুপারের আচরন নিয়ে তাঁর কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। সেগুলো নিয়ে তদন্ত হবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মান উন্নয়নের জন্য সেখানে শতাধিক শয্যা বাড়ানো হয়েছে। এর পাশাপাশি সেখানে একাধিক নতুন যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসকও নিযুক্ত করা হয়েছে। তবে ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা বহু রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইতিমধ্যে হাসপাতালে একাধিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে আজ অনেকেই হাসপাতালে সুপারের সঙ্গে কিছু চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মচারীর দ্বন্দ্বের বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালের বেশিরভাগ চিকিৎসক কোয়ার্টারে থাকেন না এবং সপ্তাহে পাঁচ দিন ডিউটি করেন না। বহু রোগীর আত্মীয়রা দাবি করেছেন, কান্দি হাসপাতালে ডাক্তাররা রোগীদেরকে কেবলমাত্র একবার দেখতে আসেন। অনেক সময় রোগীর অবস্থা খারাপ হলে বিনা চিকিৎসায় তাঁদেরকে শয্যায় পড়ে থাকতে হয়। রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ বলেন, সম্প্রতি আমি একবার এই হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে কর্তৃপক্ষকে একাধিক পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলো কতদূর পালন করা হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীরা ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছে কিনা, ডাক্তাররা তাঁদেরকে নিয়মিত দেখছেন কিনা, হাসপাতালে শৌচাগার পরিস্কার রয়েছে কিনা এবং হাসপাতালের মহিলা কর্মীদের শৌচাগার এবং 'চেঞ্জিং রুম' ঠিকমতো রয়েছে কিনা এগুলোর পরিদর্শন করার জন্যই আজ আমি এসেছিলাম। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, হাসপাতালের কিছু চিকিৎসক এবং কর্মীর বিরুদ্ধে রোগীর পরিবারের লোকেরা কিছু অভিযোগ আমাকে জানিয়েছেন। সেগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। তিনিও খুব শীঘ্রই হাসপাতাল পরিদর্শনে আসবেন। কীভাবে এই সমস্যা মেটানো যায় তা আমরা দেখছি। তিনি আরও বলেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে হাসপাতালকে কিছু অত্যাধুনিক মেশিন দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলো এখনও ব্যবহার করা হয়নি। এর কারণ কী তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের যাতে কোনও অভাব না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, কয়েকটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে চালু থাকা 'রাত্রি নিবাস' আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে সেটি খুব শীঘ্রই খুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। হাসপাতালে 'রাত্রি নিবাসে' রোগীর পরিবারের আত্মীয়রা থাকলে তাঁদেরকে কোনও টাকা দিতে হবে না। এক্ষেত্রে সুরক্ষার বিষয়টিকে আমাদের নজর দিতে হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, কান্দি হাসপাতালে 'গ্রেট কালচার' নিয়ে আমাদের কাছে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে সমস্ত বিষয় নিয়ে সব জায়গায় কথা বলা যায় না। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, কান্দি হাসপাতালে কোয়ার্টারগুলোতে এক সময় ডাক্তাররা থাকতেন। কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও কোয়ার্টারগুলোর সংস্কার করা হয়েছে। তারপরেও সেগুলো কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডাক্তারদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ওই কোয়ার্টারে থাকতে হবে। হাসপাতাল সুপার এবং অন্য কিছু কর্মচারী সম্পর্কে কিছু অভিযোগ আমার কানে এসেছে, সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কান্দি হাসপাতালের সুপার ডাঃ রাজেশ চন্দ্র সাহা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ্যে মেনে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ওয়ার্ড মাস্টার পদে নিয়োগ হয়নি। এর পরিবর্তে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বাইরে থেকে তিনজন কর্মী নিয়োগ করে কাজ করাচ্ছেন। বারবার বলা সত্ত্বেও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না। শিশু বিভাগের পরিচ্ছন্নতা নিয়েও তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের দিকে আঙুল তোলেন। ডাঃ সাহার বক্তব্য, বারবার শিশু বিভাগ পরিস্কার করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা না করে উল্টে তিনিই আমার ওপর অভিযোগ আনছেন। আক্ষেপের সুরে তিনি আরও জানান, যখনই আমি কর্মচারীদের কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি, তখনই তাঁরা আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যে অভিযোগ আনছেন। কিন্তু সরকারি অফিসার হিসেবে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর সেটা করাতে গেলেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে।

তামান্না হত্যা মামলায় আরও তিন অভিযুক্তকে পেশ আদালতে, মোট গ্রেপ্তার ১৯

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৬ জুনঃ কালীগঞ্জের মোলান্দি গ্রামের তামান্না খাতুন হত্যা মামলার তদন্তে আরও অগ্রগতি ঘটেছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া আরও তিন অভিযুক্তকে শুক্রবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মিলন সেখ, রাজাবুল সেখ এবং হরিয়ানার গুরগাঁও থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে আনা মিনারুল সেখ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২৩ জুন কালীগঞ্জ থানার মোলাহিদ গ্রামে দুষ্কৃতীদের ছোড়া সকেট বোমার আঘাতে নিহত হন তামান্না খাতুন। ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরদিন নিহতের মা সাবিনা ইয়াসমিন কালীগঞ্জ থানায় ২৪ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের প্রথম পর্যায়ে ১১ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হলেও বাকি অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিল। এদিকে, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নিহত তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। এরপরই তদন্তে গতি আসে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে দু'জন এবং পরে আরও ছয়জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার মিলন সেখ ও রাজাবুল সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি, হরিয়ানার গুরগাঁও থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে মিনারুল সেখকে নিয়ে আসে তদন্তকারী দল। শুক্রবার তিনজনকেই কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৯ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে নাম থাকা আরও পাঁচজন এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজে নদীয়া-সহ একাধিক জেলায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীদের আশা, বাকি অভিযুক্তদেরও দ্রুত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। এদিকে, তামান্না খাতুন হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে ও পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের

এখনও সরব রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মামলার তদন্তের অগ্রগতি দিকেই এখন নজর রয়েছে নিহতের পরিবার-সহ গোটা জেলার।

অক্টোবরে 'ভারত গৌরব ডিলাক্স ট্যুরিস্ট ট্রেন'-এর পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে গঙ্গাসাগর ও জগন্নাথ পুরী যাত্রা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুনঃ ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ 'নবরত্ন' মর্যাদাপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা- 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড' (IRCTC)-তাদের 'ভারত গৌরব ডিলাক্স ট্যুরিস্ট ট্রেন'-এ 'ডিভাইন ইস্ট টেম্পল ট্যুর' নামে একটি নতুন পর্যটন সার্কিট চালু করেছে। অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিকল্পিত ১১ দিনের এই রেল-ভ্রমণটি পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের জন্য এক অনন্য সুযোগ করে দিচ্ছে এর মাধ্যমে তাঁরা উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড জুড়ে অবস্থিত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় তীর্থস্থান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করতে পারবেন। এই যাত্রাটি দিল্লির সফদারজং থেকে শুরু হবে এবং দিল্লিতে ফিরে আসার আগে বারাণসী, পুরী, কোণার্ক, চিলকা, ভুবনেশ্বর, কলকাতা, গঙ্গাসাগর ও বৈদ্যনাথ ধাম ভ্রমণ করবে। যাত্রাপথে দর্শনীয় উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির (জ্যোতির্লিঙ্গ) এবং গঙ্গা আরতি। এরপর যাত্রাটি পুরীর দিকে অগ্রসর হবে, যেখানে পবিত্র শ্রী জগন্নাথ মন্দির দর্শনের পাশাপাশি ওড়িশা সার্কিট-যেমন ভুবনেশ্বর, ধৌলি শান্তি স্তূপ, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহা এবং কোণার্ক সূর্য মন্দির (ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট)-ঘুরে দেখার সুযোগ থাকবে। এরপর আসবে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা ভ্রমণের পালা এখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো দর্শনীয় স্থান দেখার পাশাপাশি হুগলি নদীতে সান্ধ্যকালীন নৌ-ভ্রমণের (ক্রুজ) মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘাট এবং আইকনিক হাওড়া ব্রিজ ও বিদ্যাসাগর সেতু দেখার অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলোর মধ্যে রয়েছে সুপ্রসিদ্ধ কালীঘাট মন্দির (৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম), দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত বেলুড় মঠ। এই সফরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো গঙ্গাসাগরের পবিত্র তীরে দিনব্যাপী ভ্রমণ, যার মধ্যে রয়েছে সাগর সঙ্গমে পবিত্র স্নান এবং কপিল মুনি মন্দির দর্শন। সফরের শেষ আধ্যাত্মিক গন্তব্য হলো বৈদ্যনাথ ধাম (দেওঘর)-যা ভগবান শিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এরপর ৫ অক্টোবর ২০২৬-এ দিল্লির সফদারজং-এ ফিরে আসার মধ্য দিয়ে এই স্মরণীয় ও আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে। আইআরসিটিসি -র এই সর্ব-অন্তর্ভুক্ত (all-inclusive) ট্যুর প্যাকেজটি ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক পর্যটনের এক চমকার সংমিশ্রণ এর লক্ষ্য হলো যাত্রীদের একটি নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা। 'ভারত গৌরব ডিলাক্স ট্যুরিস্ট ট্রেন'-এ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যেমন-এসি ১, এসি ২ ও এসি ৩ শ্রেণির সুসজ্জিত কেবিন, স্বাস্থ্যকর নিরামিষ খাবার পরিবেশনকারী অন-বোর্ড রেস্তোরাঁ, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিবেদিত ট্যুর ম্যানেজার। আইআরসিটিসি এই বিশেষ ট্রেন সফরের আয়োজন করেছে, যার মূল্য জনপ্রতি এসি ১ শ্রেণির জন্য ১,১৩,৫৩০ টাকা, এসি ২ শ্রেণির জন্য ১,০৬,১৪৫ টাকা এবং এসি ৩ শ্রেণির জন্য ৯১,৩৭০ টাকা। এই প্যাকেজ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো- সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে ট্রেন ভ্রমণ, ৩-তারকা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, সব বেলার খাবার (শুধুমাত্র নিরামিষ), এসি গাড়িতে যাতায়াত ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ, ভ্রমণ বিমা এবং আইআরসিটিসি ট্যুর ম্যানেজারদের পরিষেবা ইত্যাদি। 'ডিভাইন ইস্ট টেম্পল ট্যুর'-এর বুকিং আইআরসিটিসি-র ট্যুরিজম পোর্টাল এবং সারা দেশে অবস্থিত অনুমোদিত আইআরসিটিসি ট্যুরিজম অফিসগুলোর মাধ্যমে করা যাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য, ভ্রমণের সময়সূচি এবং বুকিং সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যাত্রীরা www.irctctourism.com/bharatgaurav ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন অথবা ৮২৮৭৯৩০২৯৯ (প্রফুল্ল), ৮২৮৭৯৩০৪৮৪ (শুভশ্রী), ৮২৮৭৯৩০০৩২ (অভিষেক), ৮৫৯৫৯৩১০৪৭ (মনিকা) ও ৮৮৮২৮২৬৩৫৭ (প্রণীত) মোবাইল নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন।

মেমারিতে ভুয়ো লটারি বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৬ জুনঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে ভুয়ো লটারি বিক্রির অভিযোগে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেমারির বামুনপাড়া মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভুয়ো লটারির টিকিট উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নকল লটারি বিক্রি করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগ উঠছিল। অভিযানে ধৃত তিনজন হলেন সুজয় মিত্র, সন্তু দাস ও নীতিশ তেওয়ারি। তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের ভুয়ো লটারির টিকিট, নগদ ১৩,৫০০ টাকা, চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ এবং একটি কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবশেষে পুত্রসহ পুলিশের জালে আউশগ্রামের বেতাজ বাদশা 'দাতা লালন'

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ জুনঃ তোলাবাজি-সহ একাধিক ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হলেন আউশগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল লালন ওরফে 'দাতা লালন'। একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তার ছেলে আফজল রহমান ওরফে সঞ্জুকেও। শুক্রবার তাঁদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হলে ঘটনাকে ঘিরে জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার আগে থানা চত্বরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীদের একাংশ 'চোর-চোর' স্লোগান দেন। অভিযোগ, অভিযুক্তকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোঁড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আব্দুল লালনের মাথায় হেলমেট পরিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয় এবং নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় দায়ের হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে তোলাবাজি, মারধর, ভয় দেখানো, চুরি এবং সম্পত্তির ক্ষতির মতো অপরাধ। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আদালতের কাছে তাদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে। আদালতে তোলার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আব্দুল লালন সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পরিস্থিতি যা রয়েছে, সেরকম ভাবেই আমাদের চলতে হবে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় তোলাবাজি ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্ত ও আদালতের বিচারাধীন। শুক্রবারের গ্রেফতারের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দাবি করেছে, দীর্ঘদিনের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একজন ব্লক সভাপতির গ্রেফতারিকে ঘিরে শাসকদলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। তবে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা বা ব্লক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এবিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। আদালত পুলিশি হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করে কি না এবং তদন্তে আর কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের।

রাঙাপাড়া নর্থ, ডেকারগাঁও এবং তেজপুর পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ২৬ জুনঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২৬ জুন, ২০২৬ তারিখে এই অঞ্চলে চলমান পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রেলওয়ের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ প্রকল্পগুলির বিষয়ে মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে রাঙাপাড়া নর্থ এবং ডেকারগাঁও রেল স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি তেজপুরের পুরোনো রেলওয়ে স্টেশনটিও পরিদর্শন করেন, যা বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, এবং সেখানকার স্টেশন ভবন ও অন্যান্য পরিকাঠামোর অবস্থা পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে, জেনারেল ম্যানেজার 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে চলমান রাঙাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ পরিদর্শন করেন। স্টেশনটি প্রায় ৫৫ কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে আপগ্রেড করা হচ্ছে, যেখানে যাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত পরিকাঠামো রয়েছে। পুনর্বিকাশ কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজগুলি সমাপ্তির পথে দ্রুতভাবে এগিয়ে চলেছে। জেনারেল ম্যানেজার ডেকারগাঁও স্টেশন ও ইয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং আগিয়াঠুরি-ডেকারগাঁও ও তেজপুর-শিলঘাট রুটে প্রস্তাবিত নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পগুলির বর্তমান স্থিতি পর্যালোচনা করেন।

পুষ্পার আত্মসমর্পণের পর ফের জঙ্গলমহলে সতর্কতা, আকাশের স্কোয়াডে এখনও পরিচিত মাওবাদী দম্পতি

স্বপ্নীল মজুমদার , ঝাড়গ্রাম, ২৬ জুনঃ একসময় বেলপাহাড়ি, লালগড়, শালবনির জঙ্গলে যাঁদের খোঁজে রাতদিন অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী, সেই মাওবাদী দম্পতি জবা মাহাতো ও মদন মাহাতো এখনও অধরা। বেলপাহাড়ির বাঁশপাহাড়ি অঞ্চলের জামিরডিহার বাসিন্দা জবা এবং তাঁর স্বামী মদনের নাম ফের উঠে এসেছে গোয়েন্দাদের নথিতে। সূত্রের দাবি, ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা জঙ্গলে যৌথ বাহিনীর লাগাতার অভিযানের চাপে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশের নেতৃত্বে যে ১০ থেকে ১২ জনের সশস্ত্র স্কোয়াড ঘাঁটি বদল করেছে, সেই দলে রয়েছেন জবা-মদনও। আর সেই তথ্য সামনে আসতেই প্রায় ১৪ বছর পর ফের জঙ্গলমহলের পাঁচ জেলায় সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগেই কলকাতায় আত্মসমর্পণ করেছেন বেলপাহাড়ির মেছুয়া গ্রামের বাসিন্দা তথা সিপিআই (মাওবাদী)-র জোনাল কমিটির সদস্য শকুন্তলা মাহাতো ওরফে পুষ্পা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। সেই সূত্রেই জানা গেছে, বর্তমানে বাংলা ও সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড এলাকায় একসময় সক্রিয় থাকা মাওবাদীদের মধ্যে হাতে গোনা ১০ থেকে ১২ জন এখনও জঙ্গলে রয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ। ওই স্কোয়াডেই রয়েছেন জবা-মদন ছাড়াও বেলপাহাড়ির বিদরী গ্রামের সমীর মাহাতো ও তাঁর স্ত্রী মালতী, ঝাড়খণ্ডের রামপ্রসাদ মান্ডি ওরফে শচীন, তাঁর স্ত্রী মিতা, সাগর সিং ওরফে রবি ওরফে বীরেন, তাঁর স্ত্রী মীরা পাহাড়িয়া এবং অনিতা মুণ্ডা। বাম আমলে জঙ্গলমহলে মাওবাদী আন্দোলনের শীর্ষে ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কিষাণজি। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর একে একে বহু মাওবাদী নিহত, গ্রেপ্তার কিংবা আত্মসমর্পণ করেন। ২০১২ সালের পর কার্যত জঙ্গলমহল ছেড়ে ঝাড়খণ্ডের দলমা, খুঁটি হয়ে সারান্ডার দুর্গম জঙ্গলে ঘাঁটি গড়ে অবশিষ্ট সশস্ত্র মাওবাদীরা। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করার লক্ষ্য ঘোষণা করার পর ছত্তীসগড়, তেলেঙ্গানা ও ঝাড়খণ্ডে যৌথ বাহিনীর অভিযান অনেকটাই জোরদার হয়। চলতি বছর সারান্ডায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পতিরাম মাঝি ওরফে অনল দা-সহ একাধিক মাওবাদীর মৃত্যু এবং ধারাবাহিক আত্মসমর্পণের ঘটনায় সংগঠন বড় ধাক্কা খেয়েছে। সেই চাপেই আকাশের স্কোয়াড সারান্ডা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি।

গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, মাসখানেক আগে সারান্ডা ছেড়ে অসীম মণ্ডলের নেতৃত্বে সশস্ত্র দলটি সরাইকেলা- খুঁটি সীমান্তে পৌঁছায়। পরে দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় তারা। আকাশ ৮ থেকে ৯ জনকে নিয়ে খুঁটি-বুন্ডু এলাকায় অবস্থান নেন। অন্যদিকে অগ্রিম দল হিসেবে বীরেন, মীরা পাহাড়িয়া ও অনিতা মুণ্ডা দলমা পাহাড়ে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। একই সঙ্গে নিমডি, বড়াম, কমলপুর, পটমদা ও গালুডি এলাকায় নতুন সদস্য সংগ্রহের চেষ্টার পাশাপাশি কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছেও বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি। এই পরিস্থিতির জেরে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমে একদা মাওবাদী উপদ্রুত থানা, ফাঁড়ি ও যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতাও জোরদার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের একাংশের আশঙ্কা, সারান্ডায় চাপ বাড়তেই আকাশের স্কোয়াড দলমা হয়ে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে পারে। আবার অন্য একটি অংশের মতে, তাদের উদ্দেশ্য নতুন করে সংগঠন গড়া নয়, বরং লাগাতার অভিযানের মুখে টিকে থাকার মতো নিরাপদ ঘাঁটি খুঁজে বের করা। সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে তাদের পরবর্তী গতিবিধির উপরই।

ছ'মাসের নিখোঁজ রহস্যের অবসান, সাঁকরাইল পুলিশের তৎপরতায় মধ্যপ্রদেশে পরিবারের কাছে ফিরলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৬ জুনঃ দীর্ঘ ছ'মাসের উৎকণ্ঠা ও অপেক্ষার অবসান। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানার পুলিশের তৎপরতায় মধ্যপ্রদেশের এক মানসিক ভারসাম্যহীন নিখোঁজ যুবক শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলেন পরিবারের কাছে। দুই রাজ্যের পুলিশের সমন্বয়ে মানবিকতার এই নজির ঘিরে প্রশংসা কুড়িয়েছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম প্রকাশ ভালাভি (৩৬)। তিনি মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার আদেগাঁওন থানার কারেলি পোস্ট অফিসের অন্তর্গত ধুণ্ডিটোলা (কেকড়া) গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবা পরশরাম ভালাভি। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ছ'মাস আগে আচমকাই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান প্রকাশ। আত্মীয়-পরিজনের বাড়ি-সহ সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়েও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি পরিবারের সদস্যেরা। এক সময় ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। কয়েক দিন আগে সাঁকরাইল থানার বনপুরা গ্রামে ভবঘুরের মতো ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক অচেনা যুবককে। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা সাঁকরাইল থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর পরিচয় ও বাড়ির ঠিকানা জানা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রকাশ মানসিক ভারসাম্যহীন। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরই সাঁকরাইল থানার পুলিশ মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার আদেগাঁওন থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখানকার পুলিশের মাধ্যমে খবর দেওয়া হয় প্রকাশের পরিবারের সদস্যদের। বহুদিন পর ছেলের সন্ধান মিলেছে জানতে পেরে আবেগে ভেঙে পড়েন পরিজনেরা। খবর পেয়েই বাংলায় চলে আসেন প্রকাশের দাদা কিশোর ভালাভি। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ প্রকাশকে তাঁর দাদা কিশোর ভালাভির হাত

জার্মানির হারিয়ে নকআউটে ইকুয়েডর, ইতিহাস সৃষ্টি আইভরি কোস্টের

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ২৬ জুনঃ নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার 'ই' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ২-১ গোলে জিতেছে ইকুয়েডর। জার্মানির নকআউটের টিকেট নিশ্চিত হয়েছিল আগেই। তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা চারবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে পরের ধাপে উঠেছে আইভরি কোস্ট। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে ইকুয়েডর। সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের একটি হিসেবে নকআউটে যাওয়া নিশ্চিত করেছে তারা। ১ পয়েন্ট পাওয়া কুরাসাও বিদায় নিয়েছে। ৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে ১২টি গ্রুপের প্রথম দুটি দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দল নিয়ে হবে নকআউটের প্রথম ধাপ- রাউন্ড অব ৩২। লক্ষ্য পূরণে এই ম্যাচে ইকুয়েডরের জয়ের বিকল্প ছিল না। উজ্জীবিত পারফরম্যান্সে সেটিই করে দেখাল তারা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের নকআউটে খেলবে ইকুয়েডর। সবশেষ খেলেছিল ২০০৬ সালের জার্মানি আসরে। জার্মানির বিপক্ষে তিনবারের দেখায় ইকুয়েডরের প্রথম জয় এটি। লিহয় জানের গোলে পিছিয়ে পড়ার একটু পরই দলকে সমতায় ফেরান নিলসন অ্যাঙ্গুলো। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান গড়ে দেন প্লাটা। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে ইকুয়েডরের জন্য ম্যাচের শুরুটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় জার্মানি। ফ্লোহিয়ান ভিয়েসের নিখুঁত পাস বক্সে পেয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠান লিহয় জানে। বিল্ডআপের শুরুতে বল ক্লিয়ারের চেষ্টা করা ইকুয়েডরের পেদ্রোর মাথার ওপরে পা তুলেছিলেন জার্মানির আলেকজানন্ডার পাভলোভিচ। আঘাত পেয়ে পড়ে যান পেদ্রো। গোলের পর প্রতিবাদ জানায় ইকুয়েডরের খেলোয়াড়রা।

তবে ভিএআরের সাহায্যে গোল বহাল রাখেন নারী মার্কিন নারী রেফারি টরি পেনসো। জবাব দিতে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি ইকুয়েডর। নবম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে সমতা টানেন নিলসন অ্যাঙ্গুলো। এবারের বিশ্বকাপে ইকুয়েডরের প্রথম গোল এটি! প্রথমার্ধে আর উল্লেখযোগ্য সুযোগ কেউ তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কাই হাভার্টজ বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে পরে ভিএআরের সাহায্যে মনিটরে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান তিনি। বিল্ডআপের সময় পেদ্রোকে ফাউল করেছিলেন জানে। ৬২তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত একুয়েডর। জন ইয়েবোয়ার পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ২০ গজ দূর থেকে জোরাল শট নেন এনার ভ্যালেন্সিয়া। ঝাঁপিয়ে ফিরিয়ে দেন জার্মানির ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে দুই পাশে। সুযোগও মিলতে থাকে। কিন্তু গোলের দেখা আর মিলছিল না। ৭৭তম মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্ত। ইকুয়েডরের কর্নারে বক্সে হেড করেন কেভিন রদ্রিগেজ। গোলরক্ষক নয়ারের সামনে থেকে বুটের টোকায় বল জালে পাঠিয়ে উল্লাসে মাতেন প্লাটা। শেষ বাঁশি বাজার পর সেই উদযাপনের মাত্রা বেড়ে যায় আরও। টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থেকে এই বিশ্বকাপ শুরু করেছিল ইকুয়েডর। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই পর্বে তারা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু মূল আসরে প্রথম ম্যাচে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে ৯০তম মিনিটের গোলে হেরে যায় ইকুয়েডর। পরের ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে। তাতে বিদায়ের দুয়ারে পৌঁছে যায় দলটি। তবে জার্মানির বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য গল্প রচনা করে নকআউটের টিকেট কাটল তারা। অন্য ম্যাচে ফিলাডেলফিয়ায় কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে জয়ের কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেনি আইভরি কোস্ট। নিকোলা পেপের জোড়া গোলে ২-০ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে গ্রুপের রানার্স হিসেবে নকআউটে আফ্রিকার দেশটির জায়গা পাকা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম শেষ বত্রিশে উঠল আইভরি কোস্ট। অন্যদিকে, মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে বিদায় নিল কুরাসাও. জনসংখ্যার বিচারের বিশ্বকাপে খেলা সবচেয়ে ছোট দেশের রূপকথার সফর শেষ হলেও লড়াকু পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে অনেকেরই।

জর্ডন ম্যাচে বিশ্রাম পেতে পারেন মেসি

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ২৬ জুনঃ ইঙ্গিতটা লিওনেল স্কালোনি দিয়ে রেখেছিলেন আগেই। বলেছিলেন, সময়-সুযোগ পেলে, দলের বাকিদেরও দিতে চান খেলার সুযোগ। গ্রুপ পর্ব পেরুনো নিশ্চিত হয়ে যাওয়াটা তার জন্য, বেঞ্চের শক্তি পরখ করে নেওয়ার উপলক্ষ্য হয়ে এসেছে। জর্ডান ম্যাচে তাই দেখা যেতে পারে ভিন্ন এক একাদশকে। সেখানে নাও থাকতে পারেন আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি। আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়া ম্যাচে আর্জেন্টিনার যথাক্রমে ৩-০ ও ২-০ ব্যবধানে জেতা ম্যাচে সবগুলো গোলই এসেছে এই মহাতারকার পা থেকে। চোটে কাটিয়ে ফেরার অস্বস্তি তার ছিল, কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে নেমে মেসি নিজেদের মেলে ধরেছেন বরাবরের মতোই। পাঁচ গোল করে, এরই মধ্যে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। আরও রেকর্ডের পাতায় নাম তুলেছেন নিজের। শিরোপা ধরে রাখার অভিযাত্রায়, বিশেষ করে নকআউট পর্বে মেসিকে বড্ড প্রয়োজন আর্জেন্টিনার। জর্ডানের বিপক্ষে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে তাই ৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে বিশ্রাম দিতে পারেন স্কালোনি। অবশ্য, এখনও নিশ্চিত নয়, বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা বিশ্রাম পাবেন কিনা। তবে, আর্জেন্টিনা কোচ, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বাকিদেরও খেলার সুযোগ দেওয়ার। ''পরিকল্পনা হচ্ছে, স্কোয়াডের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে মাঠে নামার সুযোগ দেওয়া। আমি মনে করি, তাদের এটা প্রাপ্য। যে ম্যাচে সুযোগ মিলবে, আমরা তখন পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করব।'' পরিকল্পনা অনুযায়ী, মেসি বিশ্রাম পেলে, আক্রমণভাগে তার জায়গায় খেলার সম্ভাবনা বেশি নিকো পাসের। মেসি ছাড়াও ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ, লেফট-ব্যাক নিকোলাস তালিয়াফিকো ও মিডফিল্ডার লেয়ান্দ্রো পারেদেস ফিরেছিলেন চোট কাটিয়ে। এদের মধ্যে আলভারেজ গত দুই ম্যাচে খেলেছেন বদলি হিসেবে। অস্ট্রিয়া ম্যাচে বদলি নামেন তালিয়াফিকো ও পারেদেজ। জর্ডান ম্যাচে এই তিন জনকে বেশিক্ষণ খেলাতে পারেন স্কালোনি। অস্ট্রিয়া ম্যাচে চোট পান ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। ৫৮তম মিনিটে তাকে তুলে নিকোলাস ওতামেন্দিকে বদলি নামান আর্জেন্টিনা কোচ। ধারণা করা হচ্ছে, জর্ডান ম্যাচে রক্ষণ সামলানোর দায়িত্ব শুরু থেকে পেতে পারেন অভিজ্ঞ ওতামেন্দি। উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপে অবশ্য এখনও আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগ তেমন কঠিন পরীক্ষায় পড়েনি। ফলে, এই দিকের শক্তি-দুর্বলতা এখনও পরখ করে দেখার সুযোগও হয়নি স্কালোনির। জর্ডান ম্যাচেও অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে, ওতামেন্দি-মেদিনাদের কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না। তবে, টুর্নামেন্টের সামনের পথচলায়, কঠিন সময়ের কথা ভেবে, বেঞ্চের শক্তি যাচাই করে নিতে চাইবেন আর্জেন্টিনা কোচ।

২৫ জুলাই থেকে শুরু ডুরান্ড কাপ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুনঃ ১৩৮ বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং ফুটবল আবেগকে সঙ্গী করে আগামী ২৫ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহাসিক 'ডুরান্ড কাপ'-এর ১৩৫তম সংস্করণ। ভারতের ঘরোয়া ফুটবলের এটাই প্রথম টুর্নামেন্ট বেশ কয়েক বছর ধরেই। একদিকে যেমন আইএসএলের আগে ডুরান্ড খেলে ক্লাবগুলি নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায় তেমনই এই টুর্নামেন্টের জৌলুসও বেড়েছে গত কয়েক বছরেও। ২৫ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এবারের ডুরান্ড কাপ চলবে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম ঐতিহাসিক এই ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার অংশ নিতে চলেছে ২৪টি দল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 'ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপ'-এর বিস্তার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে নিজেদের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতা দেশের প্রথম সারির ক্লাব, সেনাবাহিনী সহ সার্ভিসের দল এবং আগামী দিনের তরুণ ফুটবল প্রতিভাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এবার প্রথম ডুরান্ড কাপের আসর বসতে চলেছে রাঁচিতে। মোট পাঁচটি শহরে এবারের ডুরান্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে। তালিকায় রয়েছে কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, ইম্ফল এবং শিলং। পাঁচটি শহরের মোট ছ'টি স্টেডিয়ামে হবে এবারের ম্যাচগুলি। অন্যদিকে, গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গিয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগেরও। গ্রুপ এ-তে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পাশাপাশি রয়েছে বিএসএস, ইউনাইটেড স্পোর্টস কলকাতা, মেসারার্স, কালীঘাট এমএস, রেলওয়ে এফসি, ক্যালকাটা কাস্টমস, পাঠচক্র, জর্জ টেলিগ্রাফ, বিধাননগর মিউনিসিপালিটি এবং ভবানীপুর। অন্যদিকে গ্রুপ বি-তে রয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস, মহমেডান স্পোর্টিং, পিয়ারলেস, উয়াড়ি, শ্রীভূমি, পুলিশ এসি, কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স, সুরুচি সংঘ, রেনবো, কোল ইন্ডিয়া, এরিয়ান, ডায়মন্ড হারবার এবং ক্যালকাটা পুলিশ। একই গ্রুপে ইস্ট-মোহন হওয়ায় গ্রুপ পর্বেই হবে ডার্বি। তবে অংশগ্রহণ নিয়ে এখনও পর্যন্ত সুরুচি সংঘ, শ্রীভূমি এবং ডায়মন্ড হারবার আইএফএ-কে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। তাই এই তিনটি দলকে অন্তর্ভুক্ত করেই গ্রুপ বিন্যাস চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সুইডেনের সঙ্গে ড্র করে ব্রাজিলের সামনে জাপান

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ২৬ জুনঃ ডালাসে ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরের ম্যাচে ১-১ ড্র হয়েছে জাপান ও সুইডেনের লড়াই। দুই দলই জায়গা করে নিয়েছে নকআউট পর্বে। তিউনিসিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে 'এফ' গ্রুপের সেরা হয়েছে নেদারল্যান্ডস। তারা খেলবে মরক্কোর বিপক্ষে। এই ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়েছে জাপান। তারা খেলবে 'সি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিপক্ষে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছে সুইডেন। সেরা তৃতীয় দলগুলোর একটি হয়ে সেরা বত্রিশে যাওয়া সুইডেনের প্রতিপক্ষের নাম জানতে অপেক্ষায় থাকতে হবে। ম্যাচে প্রথম সুযোগ পায় সুইডেন। ডি বক্সের বাইরে থেকে মিডফিল্ডার আলেকজান্ডার বের্নহার্দসনের বাঁকানো শট ঝাঁপ দিয়ে ঠেকান জাপানের গোলরক্ষক জিওন সুজুকি। এরপর লম্বা সময় খেলা চলে মূলত মাঝমাঠে। কোনো দলই এই সময়ে তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেননি। ৩৭তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন সুইডিশ ডিফেন্ডার ইসাক হিন। ৪০তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে শট নেন জাপানের ডিফেন্ডার ইয়োকিনারি সুগাওয়ারা। তবে পরাস্ত করতে পারেননি সুইডেনের গোলরক্ষক ইয়াকুব ভিদেল জেততেরস্ত্রুমকে। পাঁচ মিনিট পর গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন নেইতো নাকামুরা। কিন্তু তার গতিময় বাঁকানো শট বাম দিকে ঝাঁপ দিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান জেততেরস্ত্রুম।

৪৫ মিনিটে জাপানের ১৩ নম্বরের বাঁকানো শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান গোলরক্ষক। চমৎকার দলীয় গোলে ৫৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় জাপান। আয়াসে উয়েদার সঙ্গে 'ওয়ান-টু' খেলে এগিয়ে যান রিতসু দোয়ান। ডি বক্সে তিনি খুঁজে নেন দাইজেন মায়েদাকে। ছুটে গিয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে বাকিটা সারেন সেল্টিকের এই ফরোয়ার্ড। ছয় মিনিট পর এন্টনি এলাঙ্গার গোলে সমতা ফেরায় সুইডেন। ডি বক্সের বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল ক্রস করবেন তিনি। সেটা না করে গতিময় বাঁকানো শটে নিউক্যাসল ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড খুঁজে নেন জাল। ঝাঁপিয়ে নাগালে পাননি জাপান গোলরক্ষক। সমতায় শেষ হয় লড়াই।

আরেকটি জয়ে গ্রুপ সেরা নেদারল্যান্ডস

সংবাদ সংস্থা, কানসাস, ২৬ জুনঃ কানসাস সিটিতে গ্রুপের পর্বের শেষ রাউন্ডে ৩-১ গোলে জিতেছে রোনাল্ড কুমানের দল। ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের হয়ে একটি করে গোল করেন ব্রায়ান ব্রবি ও ইয়ান পল ফন হেকে। অন্যটি আত্মঘাতী।

তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে 'এফ' গ্রুপের শীর্ষে আছে নেদারল্যান্ডস। একই সময়ে আরেক ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ ড্র করে, ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে পরের ধাপে জায়গা করে নিয়েছে জাপান। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছে সুইডেন, সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দলগুলোর একটি হিসেবে নকআউটের টিকেট নিশ্চিত করেছে তারাও। তিন ম্যাচেই হেরে বিদায় নিয়েছে তিউনিসিয়া। গ্রুপ সেরা হয়ে ব্রাজিলকে এড়িয়েছে নেদারল্যান্ডস। শেষ বত্রিশে তারা খেলবে মরক্কোর বিপক্ষে। তৃতীয় মিনিটে এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। ডান দিক থেকে ডেনজেল ডামফ্রিজের গোলমুখে বাড়ানো বল নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন তিউনিসিয়ার অধিনায়ক ইলিয়াস স্কিহিরি। ব্যবধান দ্বিগুণ হতেও বেশি সময় লাগেনি। সপ্তম মিনিটে ফ্রি-কিকে বক্সে হেড করেন ভার্জিল ফন ডাইক। ক্লিয়ার করার চেষ্টায় পারেনি তিউনিসিয়া। জোরাল ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন ব্রায়ান ব্রবি। ত্রয়োদশ মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পায় তিউনিসিয়া। কিন্তু গোলরক্ষক বরাবর হেড করেন বেন স্লিমেন। প্রথমার্ধের বাকি সময়েও অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণ করে যায় নেদারল্যান্ডস। যদিও গোলরক্ষককে ভাবানোর মতো বেশি কিছু তারা করতে পারেনি। ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান কমায় তিউনিসিয়া। কর্নারে বক্সে লাফিয়ে হেডে গোলটি করেন হাজেম মাস্তুরি। তবে আট মিনিট পরই দুই গোলের লিড পুনরুদ্ধার করে ডাচরা। কর্নারে ইয়ান পল ফন হেকের হেড গোলমুখে প্রতিপক্ষের মাথা ছুঁয়ে জালে জড়ায়। বাকি সময়ে কিছু সুযোগ পেলেও ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি নেদারল্যান্ডস।

ম্যাচের শেষ শটে যুক্তরাষ্ট্রকে হারাল তুরস্ক

সংবাদ সংস্থা, লস অ্যাঞ্জেলস, ২৬ জুনঃ লস অ্যাঞ্জেলসে ভারতয় সময় শুক্রবার সকালে 'ডি' গ্রুপের ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছে তুরস্ক। নয় পরিবর্তন আনা যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যায় শুরুতেই, ডিফেন্ডার অ্যারন ট্রাস্টির গোলে। একটু পরেই আর্দা গিলেরের গোলে সমতা ফেরায় তুরস্ক। বারিস ইলমাজের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেবাস্টিয়ান বারহাল্টার যুক্তরাষ্ট্রকে সমতায় ফেরান। ম্যাচের অন্তিম সময়ে তুরস্ককে তিন পয়েন্ট এনে দেন কান আইহান। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই গ্রুপ শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করে যুক্তরাষ্ট্র। হলুদ কার্ড পাওয়া খেলোয়াড়দের এই ম্যাচে খেলাবেন না আগেই জানিয়েছিলেন কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো। সঙ্গে আরও অনেকগুলো পরিবর্তন আনেন তিনি। চোট কাটিয়ে এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরলেন যুক্তরাষ্ট্রের বড় তারকা ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক। এদিন তেমন কিছু করতে পারেননি তিনি। আগামী বুধবার শেষ বত্রিশের ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র। অন্তত শেষটা ভালো করার স্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরে যাবে তুরস্ক। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা আসর শেষ করেছে সবার নিচে থেকে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ বত্রিশে খেলা নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের সঙ্গে গোল শূন্য ড্রয়ের পর ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেরা আট তৃতীয় দলের একটি হওয়ার অপেক্ষায় প্যারাগুয়ে।

প্যারাগুয়ের সঙ্গে ড্র করে নকআউটে অস্ট্রেলিয়া

সতর্ক ও সাবধানী ফুটবল উপহার দিল দুই দলই। তাতে গোল হলো না একটিও। লাভ হলো অস্ট্রেলিয়ার। টানা দ্বিতীয়বার নকআউট পর্ব নিশ্চিত করল তারা। প্যারাগুয়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। এখন তারা উদ্বেগজনক অপেক্ষায়, তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা দলগুলির একটি হয়ে পরের ধাপে যেতে পারে কি না।

সংবাদ সংস্থা, সান ফ্রান্সিসকো, ২৬ জুনঃ ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে বিশ্বকাপের 'ডি' গ্রুপের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি শারীরিক ও অগোছালো ম্যাচে, শুরুতে আধিপত্য হারানোর পর প্যারাগুয়ে শেষদিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু গোলের দো মেলেনি। সকারুসরা তৃতীয়বারের মতো টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে জায়গা করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে থেকে গ্রুপ ডি-তে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করল টনি পোপোভিচের দল সহ-আয়োজক। পরের ধাপে তারা 'জি' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের মুখোমুখি হবে। মিশর বনাম ইরান এবং বেলজিয়াম বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের আগে 'জি' গ্রুপের অবস্থান এখনও উন্মুক্ত। আগের ম্যাচে তুরস্ককে হারানো প্যারাগুয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে চার পয়েন্ট নিয়ে। সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের একটি হিসেবে পরবর্তী পর্বে যাওয়ার জন্য সম্ভাবনা তাদের প্রবল। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখন অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে ২০১০ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার-ফাইনালে দলটিকে। সাহসী রদবদলে শুরুর একাদশে ছয়টি পরিবর্তন আনেন অস্ট্রেলিয়া

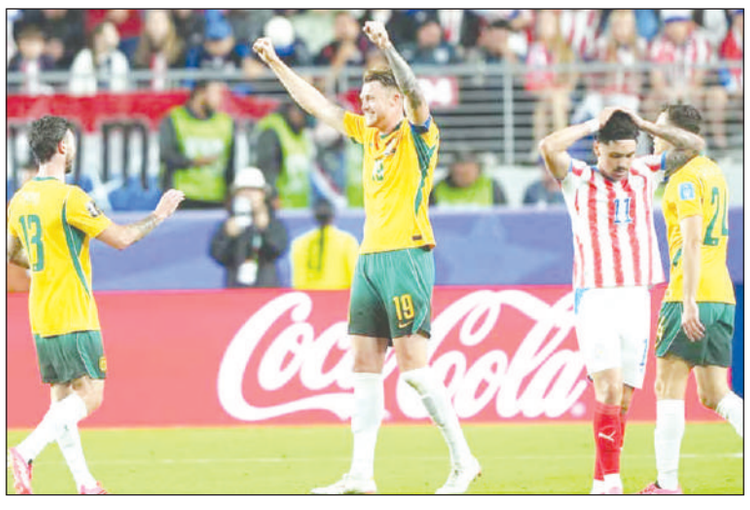

কোচ। প্রাণবন্ত নেস্তোরি ইরানকুন্দাকে ফিরিয়ে আনেন তিনি এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়ে তার ফরোয়ার্ড লাইনে ক্রিস্টিয়ান ভোলপাতোকে যুক্ত করেন। আহত জ্যাকব ইতালিয়ানোর পরিবর্তে জর্ডান বস লেফট ব্যাক থেকে রাইট ব্যাকে চলে আসায়, অস্ট্রেলিয়া ডান দিক দিয়ে আশাব্যঞ্জক কিছু আক্রমণ চালালেও ফিনিশিংটা অধরাই থেকে যায়। কিক-অফের কয়েক মিনিট পর, ভোলপাতো পেনাল্টি এলাকার ডানদিকে জ্যাকসন আরভিনকে বল বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি কোণাকোণি শটে সরাসরি প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিলের দিকে বল মারেন। অর্ধের শেষদিকে বস এবং ভোলপাতো গোলরক্ষককে সেভ করতে বাধ্য করলেও গোলরক্ষককে তেমন কোনো পরীক্ষায় ফেলতে পারেননি। প্রথমার্ধে প্যারাগুয়ে মাত্র একটি শট নিতে পারা কোচ গুস্তাভো আলফারো বিরতিতে মাউরিসিওকে মাঠে নামান এবং বিরতির পাঁচ মিনিট পর ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত এই স্ট্রাইকার দূর থেকে একটি নিস্ফল শট নেন। হুলিও এনসিসোর সহায়তায় প্যারাগুয়ের খেলোয়াড়রা ম্যাচে ফিরে আসে। বারবার অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণভাগ ভেদ করে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে আসল কাজটি করতে পারেননি। খেলা শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে তার নিচু শটটি বাম পোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে চলে গেলে তিনি প্যারাগুয়ের দারুণ একটি সুযোগ নষ্ট করে। গোলশূণ্য ড্র হলেও ম্যাচ ছিল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ভরপুর। ৮৯ মিনিটে বস দুজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান দিক থেকে বক্সে ঢুকে পড়েন এবং তার শটটি দূরের পোস্টের পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে চলে যায়। খেলার শেষদিকে মাউরিসিও সামান্য জায়গা পেয়ে বিচকে একটি কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেন। কিন্তু তার দুর্বল, নিচু শটটি সহজেই সামাল দেয় প্যারাগুয়ে। শৈলীর চেয়ে সারবত্তার জোরে পরবর্তী রাউন্ডে যায় অস্ট্রেলিয়া।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com